পরিবর্তনশীল ভারত

প্রাসঙ্গিক শিক্ষা এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণকে
ক্ষমতাশালী করার দ্বারা

এই বইটা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে সমর্পিত

১. ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত ভারতের যুবসম্প্রদায় .... ৮৫০ মিলিয়ন
২. যাঁরা এমএসএমই'তে কাজ করেন .... ৫৬০ মিলিয়ন
৩. ১৪ থেকে ৫৫ বছর বয়সী কর্মহীন আছেন .... ৬২০ মিলিয়ন

i Watch **১২টা ভাষা + ইংরাজীতে** ভারতের ২৮ রাজ্য এবং ৬ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পৌঁছেছে

পরিবর্তনশীল ভারত

প্রাসঙ্গিক শিক্ষা এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণকে
ক্ষমতাশালী করার দ্বারা

লেখক
কৃষাণ খান্না

সহায়তাকারী

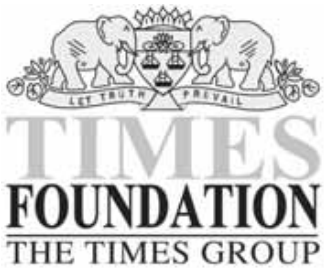

শীতল প্রিন্টস, ২১১, প্রগতি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট, ডঃ এন. এম. যোশী মার্গ, লোয়ার পরেল (পূর্ব),
মুম্বই-৪০০০১১ দ্বারা ভারতে মুদ্রিত।

ম্যানিফেষ্ট পাবলিকেশন্স, ৩০৮, অলিম্পাস, আল্টামাউন্ট রোড, মুম্বই- ৪০০ ০২৬, ভারত দ্বারা ভারতে প্রকাশিত।

কপিরাইট © কৃষাণ খান্না ২০১২

১৯৯৩ সালে ভারতে প্রথম প্রকাশিত

আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-৯০৬৬২১-০-৯

পরিবর্তনশীল ভারত ১৯৯৩ সালে *i Watch* দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং তদ্‌পশ্চাৎ বর্তমান সংস্করণ পর্যন্ত এটা প্রতি বছরে পরিমার্জিত তথা বর্ধিত হয়েছে। বিশদ বিবরণ এই বইয়ের ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। এই বইটা ইংরাজী এবং অন্য ১১টা ভাষাতেও মুদ্রিত হয়, যেমন – হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, ওড়িয়া, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, মালায়ালাম, কন্নড় এবং তেলুগু।

শীতল প্রিন্টস, ২১১, প্রগতি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট, ডঃ এন. এম. যোশী মার্গ, লোয়ার পরেল (পূর্ব),
মুম্বই-৪০০০১১ দ্বারা ভারতে মুদ্রিত।

ম্যানিফেষ্ট পাবলিকেশন্স, ৩০৮, অলিম্পাস, আল্টামাউন্ট রোড, মুম্বই- ৪০০ ০২৬, ভারত দ্বারা ভারতে প্রকাশিত।

লেখ-স্বত্ব এবং অনুলিপি

এই বইয়ের সকল বিষয়বস্তু, যেমন মৌলিক রচনা, গ্র্যাফিক্স, লোগো, প্রতিরূপ, উপাত্ত সঙ্কলনের সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য তথ্য প্রদানকারী হচ্ছে *i Watch* সম্পত্তি। এই বই বা উহার যেকোন অংশ পুনঃউপস্থাপিত, প্রতিরূপিত, মুদ্রিত, প্রচারিত বা কাজে লাগানো যাবেই না। এই বইয়ের কোনও অংশ *i Watch* -এর আগাম অনুমতি এবং লিখিত সম্মতি ছাড়া কোনও মাধ্যমে বা যেকোন ভাবে, যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিন দ্বারা প্রেরিত করতে পারা যাবে না।

পরিবর্তনশীল ভারত

প্রাসঙ্গিক শিক্ষা এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণকে **ক্ষমতাশালী করার দ্বারা**

১. **এটা একটা বই এবং সাময়িক পত্রিকা নয়।** সহজে পড়ার জন্যে বিশেষভাবে একটা সাময়িক পত্রিকার মতো দেখতে বানানো হয়েছে। কেননা খুব কমজনই ২০০ পাতার বই পড়তে চান।

২. এই বই এবং এই কর্মযজ্ঞ ভারতের যুব সম্পদায় তথা এমএসএমই'তে কাজ করা ৪০০ মিলিয়ন লোকজন আর সেইসব নারী-পুরুষের জন্যে প্রকাশ করা, যাঁরা **যুব সম্প্রদায়কে ক্ষমতাশালী করার** হেতু কাজ করছেন আর বিশেষভাবে **নারী ও বালিকাদের জন্যে।**

৩. এই বইয়ের বিষয়বস্তু বুঝতে ও উপলব্ধি করতে, প্রথমে **পৃষ্ঠা ৭** পড়া দরকার, যেহেতু এই পৃষ্ঠাটা হচ্ছে **এই প্রচেষ্টার নির্যাস।**

৪. এই বইয়ের অভিব্যক্তির ইতিহাস, **পৃষ্ঠা ৮**

৫. অবিস্মরণীয় প্রেরণা, **পৃষ্ঠা ৯**

৬. একজন নাগরিকের কঠোর প্রচেষ্টা, **পৃষ্ঠা ১০**

৭. এই বইয়ের উদ্দেশ্য, **পৃষ্ঠা ১০**

বইয়ের মুখ্য পরিচ্ছেদগুলোতে যাওয়ার পূর্বে, উপরোক্ত ৭, ৮, ৯ এবং ১০ পৃষ্ঠা পড়ার জন্যে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়সূচি

বিষয়সূচি ২
ভূমিকা ৪
বজায় থাকা অর্থনীতির বৃদ্ধি ৭
এই বইয়ের অভিব্যক্তির ইতিহাস ৮
অবিস্মরণীয় প্রেরণা ৯
একজন নাগরিকের কঠোর প্রচেষ্টা এবং এই বইয়ের উদ্দেশ্য ১০
আপনার জন্যে আমরা কী করতে পারি? ১১
i Watch কেন্দ্রীভূত করা ক্ষেত্রসমূহ ১২
i Watch-এর প্রতি নাগরিকের প্রতিক্রিয়া ১৪
প্রসঙ্গ: *i Watch* ১৬
নীতিসমূহ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যসমূহ ১৮

পরিচ্ছেদ ১ পরিচালনা

আপনার হয়ত অজানা ভারত ১৯
পরিবর্তনশীল ভারতের জন্যে করণীয় কার্য্যাদি ২১
অর্থনীতি এবং বাণিজ্য সংস্কার করা ২৩
পরিচালনা এবং প্রশাসন ২৪
ভারত দেশ ২৫
উত্তম পরিচালন ভারতকে একটা মহশক্তিতে পরিবর্তন করতে পারে ২৬
উত্তম পরিচালন + কার্য্যকরী প্রশাসন = শূন্য দুর্নীতি ২৭
বিশ্বমানে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম ২৮
বিশ্বমানের সক্ষমতা কীভাবে প্রাপ্ত করতে হয়? ৩১
বিশ্ব পরিচালন এবং বিশ্ব শান্তি ৩৩

পরিচ্ছেদ ২ শিক্ষা এবং মানবসম্পদের বিকাশ

১৯৪৭ পরবর্তী তিনটি দেশের কাহিনী ৩৪
শিক্ষার গুরুত্বতা ৩৫
৪০-৬০ ঘণ্টায় যেকোন ভারতীয় ভাষা পড়তে ও লিখতে শেখা ৩৬
বৃদ্ধিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, VET - বিজেতা! ৩৭
কর্মপ্রচেষ্টার দক্ষতার বিকাশ, ESD এবং বৃত্তিগত শিক্ষা VET ৩৯
ভারতের ‘শিক্ষার ছাঁচ’ ৪১
উচ্চ এবং কারিগরী শিক্ষার জন্যে ভারতকে একটা আন্তর্জাতিক কেন্দ্রস্থল বানানো ৪৩
ভারতকে একটা জ্ঞানসম্মত অর্থনীতি বানানো ৪৪
জনসংখ্যার বোমা যেটা শিথিল করতেই হবে ৪৭
আপাতবিরোধী সত্য ভারত ৪৯
যুবসম্প্রদায়কে ক্ষমতাশালী করার জন্যে তিনটি প্রস্তাব ৫১
যুবসম্প্রদায়কে উপদেশ – আমি কে? ৫২

পরিচ্ছেদ ৩ অর্থনীতি এবং কর্মপ্রচেষ্টা

দরিদ্র ও ধনীর মধ্যে পার্থক্য ৫৬
যথার্থ এবং প্রকৃত ভারত ৫৭
দারিদ্র সীমা এবং সম্বন্ধিত উপাত্ত ৫৮
বিশ্ব বাজারগুলোর জন্যে কীভাবে পরিকল্পনা করবেন? একটা পরীক্ষাতালিকা ৫৯
MSME's - যেকোন অর্থনীতির মেরুদণ্ড ৬১
বাণিজ্যের জন্যে ভারতকে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হতেই হবে ৬৩
অর্থনীতির GDP বিশ্লেষণ – SME's-এর গুরুত্বতা ৬৫
চীন-ভারত তুলনামূলক তালিকা..... তুমি পারলে আমাকে ধরো? ৬৬
বিশ্ব, USA, BRIC, নির্বাচিত দেশসমূহ ৬৭

পরিচ্ছেদ ৪ কর্মসংস্থান সৃষ্টি

শিক্ষা এবং দক্ষতার গুরুত্বতা ৬৮
HRD - কর্মসংস্থান এবং বেকারি ৬৯
ভারতের 'কর্মসংস্থানের ছাঁচ' ৭০
SME's-এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৭২
MSME's-এর শ্রেণীপর্য্যায়, US-SBA শ্রেণী-বিভাগ ৭৩
VET-এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৭৫
বৃত্তিগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের শ্রেণী-বিভাগ, VET পাঠ্যক্রমসমূহ ৭৬
কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যে VET-এর কার্য্যে পরিণতকরণ ৭৯
শিক্ষা এবং VET-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সংজ্ঞাসমূহ ৮২
চীনে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ, VET এবং অর্থনীতি ৮৩
জার্মানী'তে (EU) বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ, VET এবং অর্থনীতি ৮৪
ইউএসএ'তে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ, VET এবং অর্থনীতি ৮৫
ভারতে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ, VET এবং অর্থনীতি ৮৬
ভারতের শ্রম উৎপাদনশীলতা ৮৭
প্রাসঙ্গিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ৮৮
কৃষি: প্রাধান্য ভারত ৯০

সাধারণ

সাধারণ তথ্য ৯১
সহায়িকা ৯২
জাতীয় সমিতিগুলোতে *i Watch* ৯৩
এই বইয়ে ব্যবহৃত শব্দ-সংক্ষেপ ৯৪
i Watch প্রকাশনাগুলো পাওয়া যায় ১৩ ভাষায় ৯৫
প্রতি বছর ১০% থেকে ১৫% GDP বৃদ্ধিহারের জন্যে ক্রিয়া পরিকল্পনা ৯৬
২০১৪-২০১৫ সালের পরিকল্পিত *i Watch* প্রকল্পসমূহ ৯৭
স্পনসরগণ ৯৮
i Watch থেকে সিএসআর প্রকল্পসমূহ ১০০
প্রসঙ্গ: লেখক ১০১
দুর্নীতি এবং কালো টাকার ব্যাপারে সুপারিশ করা একক নির্দিষ্ট পদক্ষেপের পরিকল্পনা ১০২

ভূমিকা

এই উপস্থাপনা গঠন করা হয়েছে ভারতের নাগরিকদের সুবিধার্থে যেমন – রাজনীতিবিদ্, কৃষক, পদাধিকারিক, পেশাদারী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, স্কলার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, গৃহবধূ, ইঞ্জিনিয়ার, আইনবিদ্, পরামর্শকারী ব্যক্তি, NRI's, PIO's এবং ভারতের যুবসম্প্রদায়।

এটা একটা বই এবং সাময়িক পত্রিকা নয়! এতে আছে স্বচ্ছন্দে পড়ার জন্যে সহজ ও বন্ধুত্বমূলক প্রকরণ। বেশীরভাগ রচনাই এক বা দু' পাতার। অল্প কয়েকটা রচনা তিন পাতার।

একান্তভাবে অত্যাবশ্যক না হওয়া ছাড়া, যতদূর সম্ভব অনাবশ্যক লেখা কমানোর উদ্দেশ্যে যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে সহজ রেখাচিত্র লেখার পরিপূরক হয়েছে।

এই বইয়ের মধ্যেই বিষয়বস্তু চারটে অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রতি পৃষ্ঠার নীচে প্রতিটি রচনার প্রকার শ্রেণী-বিভাগ করে। এইসব কল্পবিষয়ের আন্তঃসংযোগ প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ১ পরিচালনার ওপর রচনাসমূহকে আওতাভুক্ত করেছে।
পরিচ্ছেদ ২ শিক্ষা এবং **মানবসম্পদ বিকাশের** ওপর রচনাসমূহকে আওতাভুক্ত করেছে।
পরিচ্ছেদ ৩ অর্থনীতি এবং কর্ম প্রচেষ্টার নির্বাচিত ক্ষেত্রগুলোতে রচনাসমূহ আওতাভুক্ত করেছে।
পরিচ্ছেদ ৪ কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মক্ষেত্রের মধ্যে রচনাসমূহ আওতাভুক্ত।

এই বইটা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং তার বেশী অধ্যয়ন করেছেন এমন যেকোন ব্যক্তির জন্যে।

সমস্ত ভারতবাসীদের মধ্যে মাত্র ৭% সত্যিই ইংরাজী বোঝেন ব'লে, এই বইটা সকল প্রধান ভারতীয় ভাষাতেও পাওয়া যায়। যেমন – মারাঠি, গুজরাটি, উর্দু, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালায়ালাম, ওড়িয়া, অসমীয়া এবং পাঞ্জাবী ভাষাতে।

এর মধ্যে বর্ণিত বিষয়বস্তু, যেক্ষেত্রে সম্ভব বর্তমানে পাওয়া যাওয়া উপত্ত সঙ্কলনের মধ্যে গ্রহণ করতে উন্নীত করা হয়েছে।

ভারতের লোকজনের জন্যে চিন্তাভাবনা এবং পদক্ষেপ কার্য্যবসিত করতে এইসব পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুগুলো যেমন উৎসাহে লেখা হয়েছে, সেভাবেই বিবেচনা করতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে। এটা ধর্মোপদেশ নয়, বরং **ভারতের লোকজনের উপকার করার** একান্ত উদ্দেশ্য সহযোগে দেশের মধ্যেই আরো সচেতনতা এবং পদক্ষেপ সহজতর করতে নানা বাস্তবিকতার এক বিবৃতি।

প্রতিটি লেখার 'একাকী অবস্থান' আছে। তাই যেকোনটা, যেকোন সময়ে পড়া যাবে।

ভারতের লোকজনের সর্বাধিক সুবিধা আনার জন্যে মনোনিবেশ করা দরকার এমন পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সম্বন্ধে আপনি আমাকে একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে, আমি বলবো শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা, পরিচালন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিচর্য্যা।

প্রথম 'শিক্ষা' মানে কেবল আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরতা এবং পূর্ব-প্রাথমিক, প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষা। 'শিক্ষার অধিকার বিল' মাত্র ২০০৫ সালে সংসদে পেশ হয়েছিল এবং ২০০৯ সালে সেটা পাস হয়। তবু ভালো যে স্বাধীনতার ৬৩ বছর পরে আমরা শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পেরেছি!

দ্বিতীয় 'শিক্ষা' মানে বৃত্তিগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (VET) তথা দক্ষতা গড়া। শেষমেশ VET-এর গুরুত্বতা প্রধানমন্ত্রীর স্তরে স্বীকৃত হয়, যিনি ক্ষমতাশালী করা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানে আমাদের ভারতীয় যুবাদের উন্নতি করার জন্যে একটা মাইলফলক রচনা করতে ২০০৬ সালের নভেম্বরে একটা টাস্ক-ফোর্স নির্দেশিত করেন।

একাদশ পরিকল্পনা সময়কালে **জাতীয় দক্ষতা পরিষদ** এবং **জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম** ২০০৯ সালে গঠিত হয়। একাদশ পরিকল্পনাতে ভারত সরকার পরিকল্পনা করে অতিরিক্ত ১৫০০ আইটিআই/আইটিসি এবং ৫০,০০০ দক্ষতা কেন্দ্রের। বর্তমানে থাকা ৫,৫০০ আইটিআই-এর আধুনিকীকরণের কাজও পুরোদমে চলছে।

তৃতীয় 'শিক্ষা' মানে সকল আকারের মেডিক্যাল, উচ্চ এবং কারিগরী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ এবং বিনিয়মিতকরণ করা। এটা একাকী সৃষ্টি করতে পারে নবপ্রবর্তন, উৎকর্ষতা আর আমাদের বিশ্বমানের বানাতে পারে।

ষ্টীল, সিমেন্ট, কার, স্কুটার ইত্যাদিতে আমাদের নানা সংরক্ষণ আছে। কেবলমাত্র বর্ধিত সামর্থ্য আর মুক্ত বাজারসমূহ সমাধান করেছে মূল্য, গুণমান এবং প্রাপ্ততার বিষয়গুলো। শিক্ষার সকল আকারে, বিশেষতঃ উচ্চ, মেডিক্যাল এবং কারিগরী শিক্ষাতে **'লাইসেন্স রাজ'** দূর করতেই হবে।

শিক্ষা একটা কর্মপ্রচেষ্টা হিসাবে আই.টি. এবং সফ্টওয়্যারের থেকে প্রায় পাঁচ গুণ বিশাল। তাই এটা সফ্টওয়্যার এবং আই.টি.'র থেকে অনেক বেশী কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিচর্য্যার ক্ষেত্রে উপাত্ত এবং নানা সমাধানের জন্যে পাঠককে অন্যত্র নজর দিতেই হবে।

উত্তম পরিচালনকে মন্দ পরিচালন এবং উহার থেকে বিরূপ প্রভাবসমূহের উদাহরণ দেওয়ার দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক শিক্ষা সহযোগে বেশকিছু সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী ক্ষমতাশালী না হওয়া পর্যন্ত একটা গণতন্ত্রে উত্তম পরিচালন থাকা কঠিন। সুতরাং প্রাসঙ্গিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।

ক্ষুদ্র এবং ছোট মাঝারী শিল্পোদ্যোগগুলোর **(MSMEs)** যথার্থ সম্ভাবনা চিহ্নিত করতে স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশের **৫৯** বছর লেগেছে তথা প্রচুর আলোচনা আর বিতর্ক সামিল হয়েছে। মাত্র ২০০৬ সালে MSMEs-এর ওপর বিল পাস হয়েছে। সম্ভবতঃ আমাদের GDP'র ৮০% এখানে হাজির।

ভারত সমেত এই বিশ্বের ৯৯.৭% সংস্থা হ'লো MSME. এটা যেকোন জাতির যথার্থ 'ডায়নামো' এবং 'হৃদ্স্পন্দন'। মোট ৪৯০ মিলিয়ন লোকজনের কর্মবলের মাত্র ৬% আছে 'সংগঠিত ক্ষেত্রসমূহে' আর অবশিষ্ট ৪৬০ মিলিয়ন বা ৯৪% 'অসংগঠিত ক্ষেত্রে'। এটা অনুমিত যে মোট MSME'র সংখ্যা ১০০ মিলিয়ন। যার ৮০% কৃষিকার্য্য এবং বৃক্ষরোপণে আর বাদবাকী ২০% পরিষেবা তথা নির্মাণকারী ক্ষেত্রসমূহে আছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্যে বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বা VET এবং MSME's-র গুরুত্বতা তুলে ধরা তথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সর্বশেষ CII-BCG-অধ্যাপক সি. কে. প্রহ্লাদ প্রকল্প **India@75** অনুযায়ী, ২০২২ সালের মধ্যে জাতির প্রয়োজন ৫০০ মিলিয়ন বিশ্বমানের দক্ষ লোকজন এবং ২০০ মিলিয়ন বিশ্বমানের স্নাতক।

এই বইয়ের অভিব্যক্তির ইতিহাস নাটকীয়, তাই অনুগ্রহ করে বিশদ বিবরণের জন্যে পৃষ্ঠা **৮** দেখুন।

একমাত্র অপরিবর্তনীয় বদলেছে। এটা পাঠক আপনার জন্যে স্থির করতে, যে এটা ভালোর জন্যে না মন্দের জন্যে ছিল!

কিষাণ খান্না
মুম্বই, ভারত
এপ্রিল, ২০১৪

দাবি পরিত্যাগ

এই বইতে উল্লেখিত তথ্য বিগত ২০ বছর ধরে ভারত আর বহির্ভারতের বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে।
প্রদত্ত উপাত্তের নিখুঁততার জন্যে *i Watch* কোনও আইনি দায়িত্ব গ্রহণ করে না।
এই বইতে প্রদত্ত উপাত্তের ভিত্তিতে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমরা সুপারিশ করি না।
তথ্যের বেশীরভাগ সূত্রের সঙ্গে-সঙ্গে সহায়িকার বিশদ বিবরণ ৯২ পৃষ্ঠায় আছে।
সর্বশেষ উপাত্ত এবং তথ্যের জন্যে ৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মতো বর্তমান ওয়েবসাইট তথা হ্যাণ্ডবুক দেখতে পাঠককে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ভারতের মান্য নাগরিকবৃন্দ
পুরুষ, মহিলা এবং শিশুগণ

অন্তর্ভুক্ত করা বৃদ্ধির জন্যে মন্ত্র: মানবসম্পদের *ওপর কেন্দ্রীভূত করা*

প্রিয় বন্ধুগণ,

আমরা হলাম ২১ বছরের পুরনো এনজিও গঠন করা এক পরিবার এবং পরিচালন, শিক্ষা, অর্থব্যবস্থা তথা কর্মনিয়োগের নানা ক্ষেত্রে কাজ করি। আমার বইয়ের কপি – **পরিবর্তনশীল ভারত,** অনায়াসে ডাউনলোড করতে পারবেন আমাদের www.wakeupcall.org ওয়েবসাইট থেকে। আমার সৌভাগ্য হয়েছে ৬ বছর ধরে জার্মানি এবং জাপানে কাজকর্ম করার; উভয় দেশই ২য় বিশ্বযুদ্ধে ধূলিসাৎ হয়েগিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বে ২য় এবং ৩য় বৃহত্তম অর্থব্যবস্থায় উদীত হয়েছে, বাস্তবে তাদের কয়লা, তেল বা গ্যাসের আকারে কোনও খনিজ সমৃদ্ধি বা শক্তি না থাকা সত্ত্বেও। তাদের আয়তন ভারতের সাইজের ১২% মাত্র। **তাদের উচ্চ গুণমানের মানবসম্পদ আছে!** সেটাই তাদের গোপনকথা। একই ব্যাপার চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং জাপানের মতো এশিয়ার শক্তিশালী দেশগুলোর।

আমার ব্যবসার ক্ষেত্রে ৩১ বছর এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ২০ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বিনীতভাবে জানাতে চাই যে বিগত সরকারগুলো অনেককিছু করেছে কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলোর ওপর কেন্দ্রীভূত করার দ্বারা অনেক বেশী করতে পারতো:-

১. **প্রধান ১২টা ভারতীয় ভাষাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল ওয়েবসাইট রূপান্তরিত করা।** ভারতে আঞ্চলিক প্রচারমাধ্যম ইংরাজী প্রচারমাধ্যমে তুলনায় ২০ গুণ বড় এবং বেশী লোকজন বুঝতে আর সরকারের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হবেন (মাত্র ৬% ভারতীয় ইংরাজী বোঝেন। আমাদের এনজিও ১২টা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশনা করে)। রফি মার্গ, নতুন দিল্লীতে অবস্থিত আইএনএস, ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি'র হ্যাণ্ডবুক আপনাকে এ ব্যাপারে অধিক বিবরণ দেবে। এমনকি গুগল, ওরাকেল এবং মাইক্রোসফ্ট প্রায় ৯ থেকে ১৫টা ভারতীয় ভাষায় কাজকর্ম করে। ভারতীয় সংবিধান ২২টা ভাষাকে সমর্থন করে।

২. **প্রাথমিক-পূর্বক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর কেন্দ্রীভূত করা।** এমনকি ৬৫ বছর পরেও প্রায় ৬৫% ভারতবাসী নিরক্ষর। (আমাদের অনুমান, অনুগ্রহ ক'রে UNDP পরীক্ষাও করুন)। কোনও দারিদ্রতা কমানো সম্ভব নয়, যদি না লোকজন লিখতে-পড়তে পারেন। মানব-মস্তিষ্কের ৯০% বিকশিত হয় ৬ বা ৭ বছর বয়সের মধ্যে, তাই প্রাথমিক-পূর্বক শিক্ষা জরুরি।

৩. **উদ্যমী দক্ষতা বিকাশের ওপর কেন্দ্রীভূত করা। এটা** EU'তে ১ম শ্রেণী থেকে শুরু হয়। আর ভারতে আমাদের কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী বা উচ্চমাধ্যমিক স্কুল থেকে শুরু করতেই হবে। আপনি স্ব-নিযুক্তি হোন বা অন্যদের জন্যে কাজ করেন, এই গুণমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **প্রায় ৫৮% ভারতীয স্ব-নিযুক্ত আর শিক্ষার্থীদের SQ এবং EQ-এর উন্নতি ESD ঘটায়।**

৪. **দক্ষতা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা প্রকল্পসমূহের ওপর কেন্দ্রীভূত করা।** ভারতে (জনসংখ্যা ১২১০ মিলিয়ন) আছে ৯,৫০০ VET (বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) কেন্দ্র। সেখানে স্যুইৎজারল্যাণ্ডে (জনসংখ্যা ৮ মিলিয়ন) আছে ৬,০০০, জার্মানীতে (জনসংখ্যা ৮২ মিলিয়ন) আছে ৯,৫০০ VET (বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) কেন্দ্র। সেখানে স্যুইৎজারল্যাণ্ডে (জনসংখ্যা ৮ মিলিয়ন) আছে ৬,০০০, জার্মানীতে (জনসংখ্যা ৮২ মিলিয়ন) আছে ১০০,০০০ আর জাপানে (জনসংখ্যা ১২৯ মিলিয়ন) আছে ১৫০,০০০; চীনে (জনসংখ্যা ১৩৫০ মিলিয়ন) ৫০০,০০০ আছে। লর্ড ম্যাকুলে ১৮৩৫ সালে ভারতে সমস্ত গুরুকুল **কেন্দ্র** বরাবরের মতো বন্ধ করে দেন, আর তখন দেশেতে আমরা দক্ষতা এবং বৃত্তিমূলক গঠন করা পরিকাঠামোয় পিছিয়ে পড়ি। যদিও **VET, SQ এবং EQ -এর উন্নতি ঘটায়।**

৫. **জাতীয় জ্ঞান আয়োগের স্যাম পিত্রোদার সুপারিশগুলো কার্য্যবসিত করা।** ভারতে **উচ্চ, কারিগরী, মেডিক্যাল এবং কৃষিকার্য্য** শিক্ষার সকল আকারের ব্যাপারে NKC অত্যন্ত বৈধ সুপারিশসমূহ তৈরী করেছে। এগুলো যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্যবসিত করা দরকার। বর্তমানে একটাও ভারতীয় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব পর্য্যায়ে শীর্ষ ২৫৯ নম্বরেও নেই। আর আমরা যে পন্থায় চলেছি, সেক্ষেত্রে আগামী ১০ বছরে বিশ্বের ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও আমরা থাকবো না। **কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা এবং উদার বাজারই শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নবপ্রবর্তন করতে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে গবেষণা ও গুণমানের উন্নতি ঘটাতে প্রেরণা জোগাতে পারে।** বিদ্যার দেবী সরস্বতী শেকল দিয়ে বাঁধা, তাঁকে মুক্ত করা দরকার।

৬. **শিক্ষা প্রযুক্তি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং উদ্যমী দক্ষতার জন্যে** *i Watch* **দ্বারা প্রদত্ত নানা সমাধান।** আমরা প্রদান করি কম খরচে উচ্চ প্রযুক্তির ভারতীয় বিকশিত প্রযুক্তিসমূহ স্কুল-শিক্ষার জন্যে **(শিক্ষার্থী পিছু প্রতি বছর টাঃ ১০০ হারে)** সকলপ্রকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে পারস্পরিকমূলক দূরবর্তী শিক্ষার হেতু (একের সঙ্গে-একের বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত পরামর্শ **ঘণ্টা পিছু টাঃ ২ হারে), উদ্যমী দক্ষতা বিকাশ এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের** জন্যে নানা সমাধান। বিশদে জানতে ১০০ পৃষ্ঠাতে আমাদের CSR দ্রষ্টব্য দেখুন।

বজায় থাকা অর্থনীতির বৃদ্ধি **প্রাসঙ্গিক শিক্ষা** ও **বৃদ্ধিগত প্রশিক্ষণের** মাধ্যমে

উপরি রচনাদির বিষয়বস্তু চিরকাল বজায় থাকা দরকার, যত দূর ভারত সংশ্লিষ্ট।

নিম্নলিখিত দু'টি উদাহরণ **মানবসম্পদের বিকাশ, প্রাসঙ্গিক শিক্ষা** এবং অর্থনীতির বজায় থাকার যোগ্য বিকাশের জন্যে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত **দক্ষতার** গুরুত্বতাকে মজবুত করবে।

'উন্নয়শীল দেশগুলোর জন্যে বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (VET)'-এর ওপর একটা অধিবেশনে আসন গ্রহণ করতে দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রক দ্বারা ২০০৭ সালের অক্টোবরে আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

এটা ছিল গ্লোবাল এইচআর ফোরামের অংশ, যেটাতে ৫০ দেশের থেকে প্রায় ১,২০০ শিক্ষাগত বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। এই ফোরামে উপস্থিত থাকা মাত্র আরেকজন ভারতীয় হলেন আইআইটি-মাদ্রাজের ডাইরেক্টর অধ্যাপক অনন্ত।

গ্লোবাল ফোরামের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ কোরিয়ার উপ প্রধানমন্ত্রী। প্রায় ৫০ বছর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার লোকজন ভারতবাসীর মতো দরিদ্র ছিল।

দক্ষিণ কোরিয়া দেখতে জাপান এবং জার্মানীর মতো, যাদের অতি অল্প খনিজ সমৃদ্ধি আছে, যেমন আকরিক, কয়লা বা শক্তি গ্যাসের আকারে, তেল অন্যান্য হাইড্রো-কার্বন। ঠিক দক্ষিণ কোরিয়ার মতো (কিন্তু ভারতের মতো নয়) তবে অতি দ্রুত উন্নয়ন ঘটিয়েছে, ২য় বিশ্ব যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও!

দক্ষিণ কোরিয়া উপলব্ধি করেছে যে মুখ্য কারণ ছিল **বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের** মাধ্যমে **প্রাসঙ্গিক শিক্ষা এবং দক্ষতা গঠন করা।**

দক্ষিণ কোরিয়া উপ প্রধানমন্ত্রীর একটা পদ সৃষ্টি করেছে, আমার বিশ্বাস, যাঁর **প্রধান দায়িত্ব,** মানবসম্পদ বিকাশ, শিক্ষা এবং দক্ষতা গড়া।

আজ ৫০ বছর পরে, একজন গড়পড়তা ভারতবাসীর জন্যে ১,৫৩০ মার্কিন ডলারের সঙ্গে তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়াবাসীর প্রতি বছরের আয় ২৩,৮২৩ মার্কিন ডলার।

ভারতে আমাদের জন্যে কী এই ব্যাপারে কোনও বার্তা আছে? নজর দেওয়া যাক দ্বিতীয় উদাহরণ, যেটা বর্তমান।

২০২২ সালের মধ্যে একটা জাতি হিসাবে আমরা কোথায় থাকবো? বা আমাদের ৭৫তম স্বাধীনতার বছরে বা **ইণ্ডিয়া @ 75 ?** বিশ্ববিখ্যাত ম্যানেজমেন্ট গুরু, স্বর্গীয় **অধ্যাপক সি. কে. প্রহ্লাদ** মহাশয়ের সঙ্গে একত্রে কনফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রী বা **CII, ইণ্ডিয়া @ 75** -এর জন্যে পরিকল্পনা করেছেন। এই প্রয়াসের ওপর CII-এর ৭৪ জাতীয় সমিতির মধ্যে একটা সমিতি **শিক্ষা, দক্ষতা** এবং **মানবসম্পদ** তথা **যুবসম্পদায়ের** ওপর প্রাথমিকভাবে কাজ করছে।

অধ্যাপক প্রহ্লাদ অত্যন্ত খোলাখুলি ছিলেন যে, কেবলমাত্র লোকজনকে, বিশেষতঃ ভারতের যুবসম্প্রদায়কে শিক্ষা ও দক্ষতা গড়া এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে **ক্ষমতাশালী করার দ্বারা** ২০২২ সালের মধ্যে একটা জাতি হিসাবে আমাদের প্রধান লক্ষ্যগুলো অভীষ্টলাভে আমাদের নিশ্চিত করবে।

পরিকল্পনা হলো ২০২২ সালের মধ্যে বিভিন্ন দক্ষতায় ৫০০ মিলিয়ন দক্ষ লোকজন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ২০০ মিলিয়ন বিশ্বমানের স্নাতক থাকবেন।

ভারতে শিক্ষা, অর্থনীতি, পরিচালন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ব্যাপারে অধিক তথ্য এখানে www.wakeupcall.org বা 'প্রাসঙ্গিক শিক্ষা এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভারতের লোকজনকে ক্ষমতাশালী করার দ্বারা **পরিবর্তনশীল ভারত'** শীর্ষক আমাদের বইতে পাওয়া যায়।

এই বইয়ের অভিব্যক্তির ইতিহাস

১৯৯৩ সালে ৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম।

১৯৯৭ সালে এটা বেড়ে হয় ৮ পৃষ্ঠার, যেটা ১০টা ভারতীয় ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছে।

১৯৯৯ সালে বইটা ১৬ পৃষ্ঠায় বর্ধিত হয়, ২০০১ সালে ২৪ পৃষ্ঠায়, ২০০২ সালে ২৮ পৃষ্ঠায়, ২০০৪ সালে ৩২ পৃষ্ঠায়, ২০০৫ সালে ৩৬ পৃষ্ঠায়, ২০০৬ সালে ৪৮ পৃষ্ঠায় এবং ২০০৭ সালের জানুয়ারীতে ৫৬ পৃষ্ঠায়।

২০০৮ সালের জুলাইতে বইটা আরো বেড়ে ৮৮ পৃষ্ঠার হয় এবং ২০০৯ সালের জানুয়ারীতে আরো বেড়ে ৯২ পৃষ্ঠা তথা ২০০৯ সালের অক্টোবরে হয় ৯৬ পৃষ্ঠার।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারীতে এটা ১০০ পৃষ্ঠায় বর্ধিত হয়েছে।

ফেব্রুয়ারী ২০১২ সংস্করণ ১০২ পৃষ্ঠা-সংখ্যায় বর্ধিত হয়েছিল। বর্তমান এপ্রিল ২০১৪ সংস্করণ ১০৪ পৃষ্ঠা-সংখ্যায় বর্ধিত হয়েছে।

এই বই **'পরিবর্তনশীল ভারত'** পাওয়া যায় ইংরাজী এবং ১২টা ভারতীয় ভাষায়। যেমন - অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী, কন্নড়, মালায়ালাম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলুগু এবং উর্দু।

সর্বদা একই চার ক্ষেত্রসমূহে কেন্দ্রীভূত করা রয়েছে:

১ **পরিচালন** ..... *ভারত ১ম*

২ **শিক্ষা ও মানবসম্পদের বিকাশ** ..... *শিক্ষা ১ম*

৩ **অর্থনীতি ও কর্মপ্রচেষ্টা** ..... *অর্থনীতি ১ম*

৪ **কর্মসংস্থান সৃষ্টি** ..... *কর্মসংস্থান ১ম*

i Watch 'য়ে আছে চার বিভাগ, যাদের নাম *ভারত ১ম, শিক্ষা ১ম, অর্থনীতি ১ম* এবং *কর্মসংস্থান ১ম,* উপরে বর্ণিত মতো। প্রথম তিনটি বিষয়ের প্রতিটির দশ, বারো এবং ন'টা আলেখ্য আছে, সেখানে চতুর্থের আছে ষোলটা। মোট সাতচল্লিশটা রচনার বিষয় এবং পর্য্যবেক্ষণ।

পাঠকের সহায়তার জন্যে প্রতি পৃষ্ঠার নীচে, ওপরের চারটি শ্রেণী-পর্য্যায়ের একটা রচনার বিষয়ের শ্রেণী-বিভাগ উল্লেখ করা আছে।

ওপরের চারটির কোনওটা মানানসই না হওয়ার ক্ষেত্রে, আমরা সমবিষয় **'সাধারণ'** শ্রেণী-পর্য্যায়ের অধীনে শ্রেণী-বিভাগ করেছি।

অবিস্মরণীয় প্রেরণা

নোবেল পুরস্কার বিজেতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত একটা জাতিতে পরিণত হতে পারে, যেটা সেরাভাবে বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শব্দমালায়

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছসিয়া ওঠে; যেথা নির্বারিত স্রোতে
দশে দশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অসস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় -
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্লাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিতে যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা–
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।
গীতাঞ্জলী, কবিতা ৩৫

একজন নাগরিকদের কঠোর প্রচেষ্টা

প্রাসঙ্গিক শিক্ষা, বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ এবং মানব ক্ষমতাশালী করার মাধ্যমে **পরিবর্তনশীল ভারতের** জন্যে নিজস্ব প্রেরণা শুরু করা এবং দেওয়ায় একজন নাগরিক, একজন আইআইটি ইঞ্জিনিয়ারের কঠোর প্রচেষ্টা।

আমাদের সকলের একটা কর্তব্য আছে, অনেকে উপলব্ধি করেন আর অনেকে করেন না।

কেন্দ্রীভূত করার প্রতি আমাদের কি দরকার পরিষ্কারভাবে বোঝাটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ।

বাদবাকী অনুসরণ করা .....

একটা অরাজনৈতিক, অধার্মিক, ক্ষেত্রিয় রহিত কঠোর প্রচেষ্টা, যেক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য হলো লোকজনকে জাগ্রৎ করা এবং তারপর একাকী তাঁরা যাতে ভারতের লোকজনের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা স্থির করতে ও বুঝতে পারেন; এই কাজের ক্ষেত্রে আমরা কি হাতছাড়া করেছি এবং এর গুরুত্বতা কি।

সেক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে ভাবতে পারার তুলনায় ভারতের অনেক বেশীই আছে।

এই কাজটা কেবলমাত্র একটা বীজ; যার বৃদ্ধি ঘটবে অনেক হাতের মাধ্যমে, যার মধ্যে আপনারটাও একটা।

-এই বইয়ের উদ্দেশ্য

বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ হলো ১০০% ক্রিয়ামূলক স্বাক্ষরতা, বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আকারে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা প্রদান করা এবং পূর্ব-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, মেডিক্যাল তথা কারিগরী শিক্ষার সকল আকারে বিদ্যমান থাকা পরিকাঠামো বহুগুণ বিস্তৃত করা আর ভারতকে ইহার অভ্যস্ত হবার মতো শিক্ষার জন্যে একটা আন্তর্জাতিক কেন্দ্রস্থল বানানো।

যত শীঘ্র সম্ভব প্রাসঙ্গিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সহযোগে ভারতের দরকার এর যুবসম্প্রদায়কে ক্ষমতাশালী করা।

একজন ভারতবাসীর গড় বয়স **২৬** বছর

অগ্রাধিকার এক নম্বর হলো **বালিকা এবং নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতাশালী করা।**

আপনার জন্যে আমরা কী করতে পারি?

প্রিয় পাঠক, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে আমরা আপনাকে সহায়তা এবং সাহায্য দিতে পারি:–

১. প্রকাশনা

এই বই দিয়ে শুরু। অনুগ্রহ করে ৯৫ পৃষ্ঠায় বিশদে দেওয়া মতো অন্যান্য **প্রকাশনার তালিকা** দেখুন। আমরা আপনাকে প্রচ্ছদের উল্টো পৃষ্ঠা দেখতে অনুরোধ করছি এটা মনে রাখতে যে এই ১০৪ পৃষ্ঠার বইটা ইংরাজী এবং আরো **১২টা ভারতীয় ভাষাতেও** পাওয়া যায়। যেমন-হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, ওড়িয়া, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, তেলুগু, কন্নড় এবং মালায়ালাম ভাষায়। কেননা ভারতীয় জনসংখ্যার মাত্র ৭% ইংরাজী বোঝেন।

২. পারস্পরিক ক্রিয়ার কর্মশালা

৯১ পৃষ্ঠায় বিশদে দেওয়া মতো নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর পারস্পরিক ক্রিয়ার কর্মশালা আমরা সঞ্চালন করি। 'ভারতের জন্যে প্রাসঙ্গিক **নির্মাণ করার নীতি**', 'ভারতের জন্যে প্রাসঙ্গিক **শিক্ষাগত নীতি**', '**বিশ্বায়ন** এবং প্রতি বছর **+** ১০%'য়ে ভারত কিভাবে বাড়তে পারে, **'উত্তম পরিচালন** এবং এটা কিভাবে নাগরিকের সুবিধা করে', 'প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন লোকজনের জন্যে **কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা',** 'কলেজ ছাড়ার পরে কিভাবে রোজগার করতে হয়', 'শিক্ষার মাধ্যমে **পরিবর্তনশীল ভারত।**

৩. শিক্ষক, মাতা-পিতা এবং যুবসম্প্রদায়ের মন-গঠন-পরিবর্তন

৯৭ পৃষ্ঠায় বিশদে দেওয়া মতো ১ এবং ২ প্রকল্পগুলো অনুগ্রহ করে দেখুন। শুধুমাত্র প্রকল্পগুলো ব্যাখ্যা করা হয়নি, উপরন্তু এইসব প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবও বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪. প্রাসঙ্গিক উপাত্ত প্রদান করা

অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট www.wakeupcall.org দেখুন, দফা I-এর অধীনে উল্লেখিত মতো আমাদের সকল প্রকাশনা, ৯২ পৃষ্ঠায় বিশদে দেওয়া মতো সহায়িকা সমূহের তালিকা পাবেন এবং আপনি দেখবেন যে পাঠক, আপনার জন্যে প্রচুর প্রাসঙ্গিক উপাত্ত আমরা উদ্ধৃত করেছি তথা সহজ পঠন ও বোধগম্যের জন্যে সববিষয় আকারগত করা হয়েছে। আমাদের সকল উপাত্ত, বছরে একবার, যতদূর সম্ভব উন্নীত করা হয়।

৫. বৃত্তিগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ গড়ে তোলা

আমরা ভারতের মধ্যেই গুটিকয় বৃহৎ সংস্থার সঙ্গে কাজ করি, যারা সমষ্টিগতভাবে প্রতি বছর বিশাল সংখ্যক লোকজনকে প্রশিক্ষিত করে। আমরা হলাম তাদের **জ্ঞানের অংশীদার।** প্রযুক্তি ব্যবহার করার দ্বারা, প্রকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ ব্যবহার করার দ্বারা, প্রত্যেক স্থানীয় এলাকাতে ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগের সহযোগে এমন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর একীকরণ ব্যবহার করার দ্বারা, প্রকৃত প্রশিক্ষণের জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকগণ ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাগণ বরাদ্দ করার দ্বারা, মূল্যনির্ণয়, পরীক্ষাদি সঞ্চালন করা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শংসিতকরণের দ্বারা, প্রশিক্ষণের পূর্বে পরামর্শদান এবং প্রশিক্ষণের পরে কর্মে নিয়োগ বরাদ্দ করার দ্বারা, ভারতের যেকোন ভৌগলিকে বা জেলাতে যুবসম্প্রদায়ের জন্যে আমরা প্রচুর মূল্যমান যুক্ত করি। বর্তমানে আমরা কৃষিকার্য্য, উৎপাদন, পরিষেবার নানা ক্ষেত্রে VET শিক্ষাক্রমের ওপর কেন্দ্রীভূত করছি এবং ভারতের সর্বত্র কেন্দ্রসমূহ গড়ে তোলায় সহায়তা করছি। অনুরোধের ওপর বিশদ বিবরণ পাবেন।

i Watch কেন্দ্রীভূত করা ক্ষেত্রসমূহ

শিক্ষা

আমরা এই বিষয়ের ওপর কাজ করি কেননা...

১. কখনো স্কুলে যায়নি এমনসব সমেত KG থেকে ১০+২ শ্রেণীর মধ্যে স্কুলছুটের হার হলো ৮৭% থেকে ৯৩%

২. উচ্চ, মেডিক্যাল এবং কারিগরী শিক্ষাতে 'লাইসেন্স রাজ' তথা প্রবিধান, সীমাবদ্ধ করা বৃদ্ধি, গবেষণা ও বিকাশ, গুণমান তথা সক্ষমতা।

৩. বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যে ভারতে বসবাসকারী ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রতি বছরে প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা বা ১০ থেকে ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নগদ খরচ হয়, ভারতের মধ্যেই সীট্ এবং গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার অভাবের কারণে। প্রতি বছর প্রায় ৫০টা IIM এবং ৩০টা IIT গড়তে এই অর্থভাণ্ডার যথেষ্ট। এটা অনুমিত হয়েছে যে প্রতি বছর বিদেশে অধ্যয়নের জন্যে প্রায় ১৫৩,০০০ শিক্ষার্থী পাড়ি দেয়। যার মধ্যে ৫০% বেছে নেয় দু'বছরের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম আর বাদবাকী ৫০% যায় চার-বছরের স্নাতক-পূর্বক পাঠ্যক্রমের জন্যে।

৪. সরকারি হিসাবে প্রায় ৬৭%-এর সামনে প্রত্যাশিত কর্মমূলক সাক্ষরতা হবে প্রায় ৩৩%, কিন্তু চীন হচ্ছে ৯৩%-এর কাছাকাছি।

৫. অপর্যাপ্ত দক্ষতার বিকাশ। চীন ও অন্যান্য উন্নত দেশের হিসাবে প্রয়োজনীয় ৭% থেকে ১০%, সেখানে যেকোন প্রদত্ত, সংগঠিত ক্ষেত্রে অতি কষ্টে ০.৫% কর্মশক্তি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

৬. ভারতে আছে ২৭,০০০ বিদেশী শিক্ষার্থী, যেখানে অষ্ট্রেলিয়াতে আছে ৪০০,০০০ বিদেশী শিক্ষার্থী।

৭. ভারতে আছে ১.৭ মিলিয়ন স্কুল, সেখানে ২.৫ মিলিয়ন চীনেতে।

৮. ভারতে আছে ৫৬৩ বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে ১১০০ মিলিয়ন চীনেতে।

৯. প্রাথমিক-পূর্বকে গুরুত্বতা দেওয়া হয়নি। যদিও মানব মস্তিস্কের ৯০%-এর বিকাশ ঘটে ১ থেকে ৬ বছর বয়সের মধ্যে।

পরিচালন

আমরা এই বিষয়ের ওপর কাজ করি, কেননা...

১. দেশ চালাতে ভারতের ৩৫ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাষিত অঞ্চলগুলোর দ্বারা প্রতিদিন ৩,৬০০ কোটি টাকা ০.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়। নাগরিকগণ কী সুখী?

২. কেন ভারতে FDI মজুত টেনেটুনে ১২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে চীন + হংকং-এর ১৯২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার?

৩. ভারতে পর্যটকের সংখ্যা প্রতি বছরে মাত্র ৬ মিলিয়ন, যেখানে চীনেতে প্রতি বছর ৮০ মিলিয়ন?

৪. চীনের জন্যে ৮.০%-এর সামনে বিশ্ব বাণিজ্য প্রায় ২.২%

৫. চীনের সঙ্গে তুলনাতে ভারতে কৃষি উৎপাদনশীলতা ৪০%

৬. জীবনের প্রত্যাশা ৬৭ বছর, যেখানে চীনেতে ৭৪ বছর।

৭. প্রেরণের কারণে বৈদ্যুতিক লোকসান এবং বিদ্যুৎ পর্যদগুলো থেকে অন্যান্য লোকসানের তারতম্য ২৫% থেকে ৫০% ঘটে ভারতে, যেখানে ৬% থেকে ৮% চীনেতে।

৮. ভারতের জন্যে প্রায় ২৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষিত, যেখানে চীনেতে ২১৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৯. ভারতে প্রায় ৫ মিলিয়ন লোকজন এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত, যেখানে চীনেতে ০.৮৫ মিলিয়ন।

১০. দুর্বল খামারী পরিচালন-ব্যবস্থার কারণে সমস্ত ফলমূল ও শাকসব্জীর ৪০% ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয়।

১১. ভারত প্রচুর মাত্রায় বৃষ্টি প্রাপ্ত করে, কিন্তু দুর্বল জল পরিচালন-ব্যবস্থার কারণে আমরা বন্যা বা খরা পাই।

অর্থনীতি

আমরা এই বিষয়ের ওপর কাজ করি, কেননা...

১. বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যেই ভারতীয় সংস্থাগুলোর জন্যে শ্রম আইনাদি, নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে সুযোগ পায় না।

২. কর্মসংস্থান সৃষ্টির যন্ত্রণা ভোগ করি, যেহেতু আমরা উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম বা শ্রমিকের অনুপাত বেশী এমনের পরিবর্তে মূলধনের অনুপাত বেশী এমনের প্রতি নজর দিই।

৩. বিশ্ব GEP'র মাত্র ২.৫% ভারতে আছে। ক্রয় ক্ষমতা কম, কিন্তু চাহিদা বেশী হয় ১৭%-এর উচ্চ জনসংখ্যার কারণে। জবাব হলো রপ্তানি। এযাবৎ ৬৬ বছরে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়নি। দ্রুততর SEZ-এর বৃদ্ধি দরকার।

<১ বিলিয়ন = ১০০০ মিলিয়ন> <১ মিলিয়ন = ১০ লাখ> <১ কোটি = ১০০ লাখ = ১০ মিলিয়ন > <১ মার্কিন ডলার = টাঃ ৬০ (আনুমানিক)>

৪. পরিকাঠামো অত্যন্ত অপর্য্যাপ্ত ১,২১০ মিলিয়ন লোকজনের জন্যে। কথাবার্তা প্রচুর হয় কিন্তু অতি সামান্যই কার্য্যে পরিণত হয়।

৫. পার্চেজিং পাওয়ার প্যারিটির (PPP) সুবিধালাভে ভারতের নগদের প্রয়োজন, বিশ্ব বাণিজ্যের জন্যে।

৬. আই.টি. এবং সফ্টওয়্যার ভারতীয় অর্থনীতির মাত্র ৫% এবং বিশ্ব অর্থনীতির ৩%, তাই ভারতকে বিশ্ব অর্থনীতির অবশিষ্ট ৯৭%-এর দিকে নজর দিতেই হবে এবং এটাকে বিশ্বমানের বানাতে হবে।

৭. SME'র সুবিধালাভ সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়নি। বর্তমান সংজ্ঞা বিশ্ব মানদণ্ড অনুযায়ী EU, USA, জাপান, চীন ইত্যাদিতে থাকার মতো নয়। এটা ভারতীয় ব্যবসার প্রতি একটা বিরাট অসুবিধা, যেহেতু বিশ্বের সকল সংস্থার ৯৯.৭% হলো MSME's. ভারতের GDP'র মাত্র ৫% হলো SSI's যেখানে MSME's ৭০% থেকে ৮০%-এর কাছাকাছি হবেই। শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের কেন্দ্রীভূত করা শিল্পোদ্যোগ থেকে অর্থনীতির প্রতি পরিবর্তন করতেই হবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা

আমরা এই বিষয়ের ওপর কাজ করি, কেননা...

১. ভারতে ৪৩ মিলিয়ন পঞ্জীকৃত কর্মহীন আছেন এবং ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী গ্রুপের মধ্যে থাকা সম্ভবতঃ আরো ২৬০ মিলিয়ন আছেন যাঁরা কর্মনিযুক্তাধীন বা কর্মহীন কিন্তু পঞ্জীকৃত নন।

২. একজন ভারতীয়ের গড় বয়স ২৬ বছর, একজন চীনার সঙ্গে তুলনায়, যিনি ৩৪ বছরের হ'ন এবং একজন ইউরোপিয়ান, আমেরিক্যান বা জাপানীর বয়স হয়ত হবে ৪০ থেকে ৪৫ বছর। ভারত অত্যন্ত তরুণ দেশ। আমাদের লোকজনকে আমাদেরই দক্ষ করা দরকার, যাতে আমরা অনেক 'যুব ভারতবাসীর' সুবিধালাভ নিতে পারি!

৩. যেখানে চীন ৫০০,০০০ VET কেন্দ্রে বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (VET) ওপর GDP'র প্রায় ২.৫% খরচ করে, যা প্রায় ৩০০০ বৃত্তিকে আওতাভুক্ত করছে। সেখানে ভারত প্রায় ৪০০ বৃত্তিকে আওতাভুক্ত করা ৮৫০০ কেন্দ্রে VET'তে ইহার GDP'র প্রায় ২.৫% খরচ করে, যা প্রায় ৩০০০ বৃত্তিকে আওতাভুক্ত করছে। সেখানে ভারত প্রায় ৪০০ বৃত্তিকে আওতাভুক্ত করা ৮৫০০ কেন্দ্রে VET'তে ইহার GDP'র টেনেটুনে ০.১% খরচ করে। তবে VET'তে প্রকৃত খরচাদি অধিক, কিন্তু উপাত্ত পাওয়া যায় না।

৪. বৃত্তিগত শিক্ষা কর্মসংস্থান ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির সঙ্গে সরাসরি সংযোজিত, স্বাভাবিক শিক্ষা এবং জ্ঞানের উন্নতিসাধনের মতো নয়। সাধারণ মানুষের জন্যে VET-এর সুবিধালাভ, সংস্থাগুলোর প্রতি সুবিধালাভ, যারা দক্ষশীল এবং প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি ব্যবহার করে আর যেটা জাতির প্রতি সুবিধালাভ, ইহাকে বিশ্বময় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বানাতে কেবলমাত্র তখনই কাজে আসবে যখন প্রায় ৮০% যুবা, ১৫ বছর বয়সের পরে VET'য়ে সামিল হবে এবং বি.এ, বি.এসসি. বা বি.কমের মতো স্বাভাবিক কলেজ শিক্ষার জন্যে নয়।

৫. বিশ্ব বাজারগুলোতে দক্ষ যুবা শ্রমশক্তি সরবরাহ করার জনসংখ্যা-বিষয়ক ডিভিডেণ্ড, VET ব্যবহার করার দ্বারা ভাবী ভারতবাসীগণ কর্তৃক দখল করতেই হবে।

৬. বর্তমানের ৪৯০ মিলিয়নের কর্মশক্তি বিভক্ত হতে পারবে ৩০ মিলিয়ন সংগঠিত ক্ষেত্রে আর ৪৬০ মিলিয়ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। আমাদের সম্মুখীন হওয়া বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ হলো অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৪৬০ মিলিয়নের জন্যে বিশ্বমানের VET প্রদান করা।

৭. বেশীরভাগ SME's অসংগঠিত ক্ষেত্রে। অর্থনীতির প্রকৃত 'ডায়নামো' হলো SME-সমূহ। বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সহযোগে একত্রিত করা SME-গুলো বিশ্বে তরুণ, প্রতিভামান এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমশক্তির বৃহত্তম ভাণ্ডারের অন্যতমটা সৃষ্টি করবে। এটা একটা অর্থনীতির শক্তি হিসাবে তরতরিয়ে ভারতকে অগ্রগামী করবে।

৮. স্যুইৎজারল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়ার মতো দেশগুলোর প্রতিটিতে ৫০০০ VET আছে, যাদের দেশ পিছু জনসংখ্যা ৮ মিলিয়ন। এইসব দেশ প্রায় স্থলদ্বারা বেষ্টিত এবং কোনও খনিজ সমৃদ্ধি বা শক্তি নেই, কিন্তু ভারতের উচ্চ গুণমানের মানবসম্পদ থাকার কারণে প্রায় ৩৩% আর ২৩% GDP আছে!

৯. বর্তমান ''শিক্ষানবিস আইন'' দেশের বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে সাযুজ্যে নেই। এটা সম্পূর্ণরূপে ছাপিয়ে যাওয়া দরকার, যাতে কর্মশক্তির প্রায় ১০% শিক্ষানবিস একই সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে এবং কাজ করবে।

<১ বিলিয়ন = ১০০০ মিলিয়ন> <১ মিলিয়ন = ১০ লাখ> <১ কোটি = ১০০ লাখ = ১০ মিলিয়ন > <১ মার্কিন ডলার = টাঃ ৬০ (আনুমানিক)>

i Watch প্রতি নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া

বিগত দশ বছর ধরে ভারতীয় সংস্থাসমূহ ও ব্যক্তিদের থেকে প্রাপ্ত করা নানা সহায়ক **মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া** নথিবদ্ধ করা হয়েছে, চিঠিপত্র এবং বার্তালাপ প্রাপ্ত করার ভিত্তিতে।

এইসব বার্তালাপের নির্বাচিত কিছু একটা দলিলগুচ্ছে সঞ্চলিত করা হয়েছে এবং মুম্বইতে আমাদের কার্য্যালয়ে পরিদর্শনের জন্যে পাওয়া যায়। নিম্নের পৃষ্ঠাগুলোতে কিছু সহায়ক মতামত উল্লেখিত হলো।

সংক্ষেপে *i Watch* দ্বারা পরিপালিত উপরি কার্য্যকৌশল ভিত্তিতে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রয়াসকৃত মননগঠন পরিবর্তন এবং কার্য্যক্রিয়ার পরিকল্পনাদি সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট খুশী।

• কর্পোরেট পরিচালনের আমার নীতিগুলো ফর্মূলেশনে আপনার পত্রিকা থেকে সংগৃহীত কিছু বিজ্ঞতা ব্যবহার করতে আমি প্রত্যাশা করি।
এন. আর. নারায়ণমূর্তি, চেয়ারম্যান এবং প্রধান পরামর্শদাতা, ইনফোসিস

• নাগরিকদের সুবিধার্থে *i Watch*-এর করে চলা উত্তম কাজের প্রশংসা করে চেম্বার।
পি.এন. মোগরে, সেক্রেটারী জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বার

• কর্মে বা জীবনে যেখানেই তিনি যুক্ত ছিলেন নবপ্রবর্তন এবং রূপান্তর করতে *i Watch*-এর উদ্দেশ্য থেকেছে কৃষাণ খান্নার উদ্দেশ্য।
ডঃ পি. এস. রাণা, চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হাডকো

• আমরা ৫০০'র থেকে বেশী এনজিও'র সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করি এবং আমরা অবশ্যই বলবো যে, আমরা দেখেছি *i Watch* একটা অনন্য তথা নবপ্রবর্তনমূলক এনজিও।
বিনয় সোমানি, ম্যানেজিং ট্রাষ্টী, Karmayog.com

• ভারতের জনসাধারণের জন্যে সর্বাধিক অনুকূল নীতিসমূহ আনতে *i Watch*-এর নানা কল্পনা এবং সুপারিশ আমরা বিশ্বাস করি।
অনুপম মিত্তাল, প্রেসিডেন্ট এবং সিইও, পিপল্ গ্রুপ

• আমি *i Watch*-এর মতো কোনও এনজিও শুনিনি, যার পরিবর্তনশীল ভারতের জন্যে এমন এক পবিত্র পরিকল্পনা আছে।
মেজর জেনারেল ডি. এন. খুরানা, ডাইরেক্টর জেনারেল, অল ইণ্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন

• শিক্ষামূলক সংস্করণ এবং পরিবর্তনশীল ভারতের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাদির প্রকৃত কার্য্যবসিত করায় নানান অংশীধারকদের সঙ্গে সচেতনতা সৃষ্টি, নানা সমাধান তথা কার্য্যক্রিয়ার পরিকল্পনা সুপারিশ, সহায়তা এবং নেটওয়ার্ক করায় আমি সত্যিই *i Watch*-এর প্রবল প্রয়োসের প্রশংসা করি।
সুষমা বেরলিয়া, প্রেসিডেন্ট, এডুকেশন প্রোমোশন সোসাইটি ফর ইণ্ডিয়া

• ভারতের জন্যে উচ্চ এবং বজায় থাকার যোগ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত করার জন্যে একটা কার্য্যকাঠামো সৃষ্টি করা তাঁরা গঠন করেছেন। এর জন্যে তাঁরা ঐক্য গড়তে এবং প্রভাবশালী নীতি পরিবর্তন করতে কাজ করছেন। এটা প্রকৃতপক্ষে একটা অত্যন্ত অনন্য কার্য্যকৌশল বানিয়েছে, যাতে আছে এক সুদূর-প্রসারী প্রভাব।
রাজীব কুমার, মুখ্য অর্থনীতিবিদ্, সিআইআই

• *i Watch* এক অপূর্ব কাজ করছে লোকজনকে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক নীতি পরিবর্তন বোঝানো এবং সুনির্দিষ্ট করা বানানোয় এবং ভারতের লোকজনের সুবিধার্থে উত্তম পরিচালনের গুরুত্বতা তথা প্রয়োজন।
ডঃ বি. পি. ধাকা, সেক্রেটারী জেনারেল, পিএইচডিসিসি অ্যাণ্ড আই

• একজন শিক্ষাবিদ্ এবং এইচআরডি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি জোরদারভাব বিশ্বাস করি, যে বৃত্তিগত শিক্ষার ৩০০০ এলাকাতে যুবসম্প্রদায়ের ৯০% প্রশিক্ষণের জন্যে *i Watch*-এর পরিকল্পনা একান্ত নবপ্রবর্তনমূলক। কার্য্যবসিত হ'লে, এটা ভারতে বেকার সমস্যার ক্ষেত্রে একটা প্রধান সমাধান হওয়া প্রমাণ করবে।
অধ্যাপক ঋষিকুমার পাণ্ডা, ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট গুরু

• আমি আগ্রহ সহকারে আপনার *পরিবর্তনশীল ভারত* শীর্ষক বইটা পড়েছি এবং এতে থাকা অত্যন্ত উপযোগী নানা অধ্যয়ন ও পরামর্শের জন্যে আপনাকে আমার শ্রদ্ধাযুক্ত প্রশংসা জানাতে চাই। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে তুলে ধরা বিষয়গুলো এবং করা সুপারিশগুলোর অপরিমেয় মূল্য আছে।
বি. এন. যুগন্ধর, পরিকল্পনা আয়োগ সদস্য

• উত্তম পরিচালন ব্যাপারে, আপনার বই পরিবর্তনশীল ভারতে সম্বলিত কিছু পরামর্শের ওপর অনুসরণ করতে আমি আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রত্যাশায় আছি।
এম. দামোদরণ, চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, আইডিবিআই

• *i Watch* দ্বারা করা উত্তম কাজের ব্যাপারে আমি অবগত আছি। উত্তম পরিচালন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীগুলো আমি লক্ষ্য করেছি।
এম. ভেঙ্কাইয়া নায়ডু, সভাপতি, বিজেপি

• অনুগ্রহ করে ভালো কাজ বজায় রাখুন।
ডঃ নটরাজন – চেয়ারম্যান, অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন

• ভারতকে উন্নীত করতে আপনার সমগ্র কার্য্যক্রম এবং আপনার প্রচেষ্টাগুলোর সঙ্গে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি।
বাবু খালফান, ইউএসএ ভিত্তিক অনাবাসিক ভারতীয়

• *i Watch* সহযোগে গঠন করা দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবিকই উত্তম পরিচালনের জন্যে একটা অত্যন্ত সময়োপযোগী প্রচেষ্টা। আপনার ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে জড়িত হতে পারলে আমরা আনন্দিত হবো।
দীপঙ্কর সানওয়াল্কে, একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর, কেপিএমজি

• শুরুতেই, আপনার সকল উপস্থাপনার জন্যে আপনাকে জানাই আমার অভিনন্দন এবং আমি আনন্দিত ও সম্মানিত অনুভব করছি যে, বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর আমাদের একত্রে কাজ করাতে আপনি আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমি সম্ভাবনা দেখছি।
অধ্যাপক রূপা শাহ, উপাচার্য্য, এন.এন.ডি.টি. উওমেন'স ইউনিভার্সিটি

• পরিচালনের জন্যে আইসি সেন্টারের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে আমরা আপনাকে জানাচ্ছি স্বাগত। সেন্টারের একজিকিউটিভ কমিটি সদস্যগণ আপনার পছন্দ করা বিষয়গুলো এবং রচিত কার্য্যক্রিয়ার পরিকল্পনাগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।
প্রভাত কুমার, প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব এবং সভাপতি, আইসি সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স

• আমাদের মুখ্য সচিবের সঙ্গে আপনার আলোচনার উল্লেখে, আমরা খুশী হবো যদি দিল্লী সচিবালয়ে এনসিটি সরকারে প্রায় ৪৫০ জনের সমস্ত উচ্চ পদস্থ এবং মধ্যম পর্য্যায়ের আধিকারিকের জন্যে উত্তম পরিচালন তথা প্রভাবদায়ক প্রশাসনের ওপর আপনি পারস্পরিক ক্রিয়ার অধিবেশনে সামিল হ'ন।
প্রকাশ কুমার, এনআর এবং আইটি সচিব, এনসিটি সরকার

• **ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম** এবং **CII** দ্বারা আয়োজিত পারস্পরিক ক্রিয়াশীল কর্মশালাতে ''ভারত এবং বিশ্ব ২০২৫'' বিষয়ের ওপর মন্তব্য ও পরামর্শ রাখতে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের এক অংশ হিসাবে *i Watch* আমন্ত্রিত হয়।
কনফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রী

• আপনার করা উত্তম কাজের জন্যে অনুগ্রহ করে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে শুভ কামনা জানানোর এই সুযোগ আমি নিতে চাই এবং আমি নিশ্চিত যে আপনার প্রকাশনাগুলো সচেতনতার প্রসঙ্গ আনবে তথা সেইসঙ্গে আমাদের অধিকতর মনযোগ দেওয়া প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলোর ওপর কেন্দ্রীভূত করার সঙ্গে-সঙ্গে বিষয়গুলোতে আলোকপাত করায় একটা অত্যন্ত প্রভাবদায়ক ভূমিকা পালন করবে।
এম.ভি. রাজশেখরণ, রাজ্যমন্ত্রী, পরিকল্পনা, পরিকল্পনা আয়োগ

• এনআরআই – সিভিল সোসাইটি পার্টনারশীপ্-এর ওপর কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ক'রে এটাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় পথচালিত করতে আপনি অনুগ্রহ করে সময় দিলে আমরা গভীরভাবে প্রশংসনীয় ব'লে বোধ করবো।
ডঃ আবিদ হুসেন, চেয়ারম্যান গ্রুপ ফর ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল ষ্টাডিজ।

• আপনার সহায়তার জন্যে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। একটা মজবুত এবং দ্রুত পরিবর্তন হওয়া সংস্থায় বেড়ে উঠতে এটা আমাদের সাহায্য করেছে।
পদ্মিনী সোমানি, ডাইরেক্টর, সালাম বোম্বে ফাউণ্ডেশন

• আপনার প্রকাশনা একটা আগ্রহজনক পঠন বানিয়েছে। আমি আপনার প্রয়োগতার সাবলীলতা এবং ব্যবহারিকতার অত্যন্ত প্রশংসা করছি।
কে. এল. চুঘ, চেয়ারম্যান এমিরিটাস আইটিসি লিঃ

• *i Watch* একটা অপূর্ব কাজ করছে এবং আপনার করা গবেষণা কাজ আমাদের অভিযানের জন্যে প্রচুর সহায়তার জোগান দেবে।
সুদেশ কে. আগরওয়াল, সেক্রেটারী জেনারেল, অল ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশন

• আমি অবশ্যই মেনে নেবো যে এটা একটা অত্যন্ত যত্নশীল কাজ এবং আপনি প্রচুর মূল্যবান পরিসংখ্যান তথা উপাত্ত জমা করেছেন। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে আমার সীমিত সামর্থ্য সহযোগে সকল সম্ভাব্য ফোরামে আপনার উপাত্ত তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।
পি.এন.রায়, চেয়ারম্যান ইন্দো-আসাহি গ্লাস লিঃ

• আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির বর্ণচ্ছটার ওপর অশুভভাবে প্রতিভাত হওয়া ব্যাধিগুলো বাছাই করার আপনার প্রচেষ্টা উল্লেখ করার যোগ্য।
আর. এস. আগরওয়াল, জয়েন্ট চেয়ারম্যান, ইনামি গ্রুপ অফ কোম্পানীজ

• আমি গুরুত্বপূর্ণভাবে আপনার **'ভারতের পরিচালন এবং প্রশাসন'** কার্য্যপত্র অধ্যয়ন করেছি এবং অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিতে উপনীত এবং আলোড়িত হয়েছি। এটা প্রত্যেককে সতর্ক হওয়া ও ভাবনাচিন্তা করায় যথেষ্ট শক্তিশালী বানাবে। এটা সঠিক তন্ত্রীতে আঘাত হেনেছে। আপনি চমৎকারভাবে চিহ্নিত করেছেন ভারতের ব্যাধি কি।

প্রকাশ আলমিডা, ডাইরেক্টর, ইন্‌স্টিট্যুট ফর ষ্টাডি অফ ইকনমিক ইস্যুজ

• আমি নিশ্চিত এই বইটা সেইসব মানুষ গড়বে, যাঁরা এটা থেকে ভাবনাচিন্তা করা প্রাপ্ত করবেন এবং ভাবনাচিন্তা করা থেকে কমপক্ষে কিছুটা আপনার চিত্রায়িত করা দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করতে কিছু পদক্ষেপ নিতে অগ্রসর হবেন।

এন. ভিট্টল, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন, সিভিসি

• আপনার উপলব্ধি অনবদ্য, কল্পনাগুলো মৌলিক আর কিছু পরিসংখ্যান মন তোলপাড় করা। আমি কামনা করি আপনার কল্পনাগুলো সর্বভারতীয় প্রচারমাধ্যমের মাধ্যমে অনেক প্রশস্ত আওতাভূক্ততা প্রাপ্ত করুক।

এইচ. এন. দস্তুর, একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর, ভারতীয় বিদ্যা ভবন

• সচেতনতা থাকার ক্ষেত্রে, কার্য্যক্রিয়াও সঙ্ঘটিত হবে এবং এই জেহাদে আমি ও অনেক ভারতীয় আপনার সাথী। এটা বজায় রাখুন।

সুশীল গুপ্তা, পাষ্ট ডিষ্ট্রিক্ট গর্ভনার, রোটারী ডিষ্ট্রিক্ট ৩০১০

• আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি যে, আপনার পত্রে থাকা মতো **একটা প্রাসঙ্গিক আলোচ্যবিষয়** অনুসরণ করতে আমার ক্ষমতার মধ্যেই যাই করি না কেন তা নিরন্তর আমি করবো।

জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ, প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ভারত সরকার

• আপনার মূল্যবান অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের প্রতি আপনার পছন্দ থাকার গণ্য করার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অনুভব করি।

এয়ার কমোডোর অমৃত লাল, একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর ট্রেনিং অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট

• লেখ্য বিষয়ে আপনার ব্যক্ত করা লক্ষ্যবিষয়গুলোর আমি প্রশংসা করি এবং আরো কল্পনা ও বাত্ত্ববধর্মী চর্চা আহ্বান করবো, যা সঠিক দিশায় সমাজের বিকাশে সাহায্য করতে পারে।

সুরেশ প্রভু, প্রাক্তন সাংসদ, লোকসভা

প্রসঙ্গ *i Watch*

i Watch কী?

i Watch হচ্ছে পরিবর্তনশীল ভারতের জন্যে একটা নাগরিক অভিযান। *'i'* মানে ইণ্ডিয়া বা ভারত, ইণ্ডিয়ান্স বা ভারতবাসী, আপনি তথা আমি। *'Watch'* মানে সচেতনতা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে নাগরিকদের কাছে রিপোর্ট করা।

'i' হচ্ছে ছোট, যেহেতু আমাদের গুরুরা সর্বদা আমাদের শিখিয়েছেন যে কেবলমাত্র নম্রতা সহযোগে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি। আমরা কেন্দ্রীভূত করি **মানবসম্পদের বিকাশ, পরিচালন, অর্থনীতি, বাণিজ্য** এবং **কর্মসংস্থান তৈরী করা** আর তাদের অন্তর্সংযোগের প্রাসঙ্গিকতার ওপর।

i Watch হচ্ছে একটা পঞ্জীকৃত দাতব্য অস্তিত্ব, যার প্রধান কার্য্যালয় ভারতের মুম্বইতে অবস্থিত।

i Watch'য়ে করা অর্থদান ভারতীয় সংস্থাসমূহ ও নাগরিকদের জন্যে ৮০জি আয়কর সুবিধালাভের হেতু যোগ্যতা অর্জন করে।

বিদেশী অর্থদানগুলোর জন্যে FCRA অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে ২০০৯ সালের জানুয়ারীতে।

ভারতকে পরিবর্তন করতে আমরা কীভাবে পরিকল্পনা করি?

i Watch তিন পর্য্যায়ে কার্য্য করে।

১. সচেতনতা সৃষ্টি করা

মেকিং ইণ্ডিয়া এ নলেজ ইকনিম, দ্য ইণ্ডিয়া ইউ মে নো এবং অ্যাকশন প্ল্যান ফর ইণ্ডিয়ার মতো প্রকাশনাগুলো সচেতনতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যর জন্যে ব্যবহৃত হয়।

২. নানা সমাধান ও পদক্ষেপ পরিকল্পনা

এটা আমাদের ওয়েবসাইট, পারস্পরিক সক্রিয় কর্মশালাসমূহ এবং আমাদের ১০৪ পৃষ্ঠার বই, *পরিবর্তনশীল ভারত* দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

৩. প্রকৃত কার্য্যবসিত করা

এই উদ্দেশ্যের জন্যে, আমরা সরকার, জনসাধারণ, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং NGO-সমূহের সঙ্গে সহায়তা তথা নেটওয়ার্ক করি।

i Watch কী প্রাপ্ত করেছে?

১৯৯২ সালে, আমরা পরিবর্তনশীল ভারতের সফর শুরু করার সময়ে, কেন্দ্রীভূত করার প্রতি হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে এমন কোনও সূত্র ছিল না।

এটার জন্যে আমাদের প্রায় ৪ বছর ধরে গবেষণা ও ভ্রমণ করতে হয়েছে, পরিবর্তনশীল ভারতের জন্যে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষেত্রগুলো হিসাবে কিছু বুনিয়াদি সিদ্ধান্তে আসতে।

এটা আমরা ১৯৯৬ সালে প্রাপ্ত করেছি। প্রকৃত কাজ শুরু হয়েছে ১৯৯৭ সালে। চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত করা প্রবাহিত হয় নিম্নলিখিত চার প্রধান ক্ষেত্রে:-

১. **মানবসম্পদের বিকাশ, বৃত্তিগত শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি**
২. **ভারতের পরিচালন এবং প্রশাসন**
৩. SSI, MSME এবং প্রাসঙ্গিক শ্রম আইনাদির ব্যাপারে **নীতির পরিবর্তন**
৪. **অর্থনীতি, বাণিজ্য,** অর্থাৎ রপ্তানি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর জোর দেওয়া। যেমন- রিটেল, হোলসেল, ম্যানুফ্যাকচারিং, ভ্রমণ ও পর্যটন, স্বাস্থ্যপরিচর্য্যা, পরিকাঠামো এবং কৃষি।

নিম্নলিখিত বিষয়াদি ব্যবহার করার দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া জনসংখ্যার একটা বিশাল প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনার মনস্থির পরিবর্তন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি ব'লে চার ক্ষেত্রের সবকটিতে *i Watch* কিছু সফলতা লাভ করেছে:-

১. পারিস্পরিক ক্রিয়ামূলক কর্মশালা, সেমিনার এবং লেখ্যবিষয়।
২. প্রকাশনাসমূহ *মেকিং ইণ্ডিয়া এ নলেজ ইকনমি, দ্য ইণ্ডিয়া ইউ মে নট নো অ্যাণ্ড অ্যাকশন প্ল্যান ফর ইণ্ডিয়া*
৩. *পরিবর্তনশীল ভারত* ১০২ পৃষ্ঠার বই
৪. ওয়েবসাইট www.wakeupcall.org
৫. ন্যাশনাল কমিটিজ অফ দ্য MHRD, প্ল্যানিং কমিশন, চেম্বার্স অফ কমার্স, CII, FICCI, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ

CII, FICCI, ASSOCHAM, PHDCC&I, IMC, MEDC, BCC&I-এর সদস্য হিসাবে এবং IBA, RBI তথা MOF-এর সঙ্গে আলোচনা করে **SME's**-এর তাৎপর্য্য প্রভাবিত করতে এবং **SSI's**-এর সীমিত প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

জীবনে কেবলমাত্র অবিরাম হলো পরিবর্তন

ভারতের দশ রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর একটা যৌথ প্রকল্পের জন্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন **EU** দ্বারা স্বীকৃত।

পরিচালন ক্ষেত্রে আমরা দিল্লী NCT'র মতো রাজ্য সরকারের দ্বারা আমরা শলাপরামর্শ করেছি **পরিচালন ও প্রশাসন**-এর ক্ষেত্রে সুপারিশ এবং পরামর্শ করতে।

শিক্ষাগত সংশোধনে, বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমাদের চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, পরিকল্পনা আয়োগ এবং ইগনু'র দ্বারা বিবেচিত হয়েছে।

উচ্চ এবং কারিগরী প্রশিক্ষণের নিয়মিতকরণের ওপর জোর দেওয়া গ্রহণীয়তা লাভ করছে CII, FICCI, ASSOCHAM, EPSI, PHDCC&I এবং অন্যান্যদের সঙ্গে প্রয়াসগুলোর মাধ্যমে।

অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রসমূহে, **ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম, WEF** -এর মতো চিন্তাভাবনার ভাণ্ডার দ্বারা আমাদের সহায়ক মন্তব্য ও কার্য্য জোগানোর জন্যে আমরা ডাক পেয়েছি।

বিগত ২০ বছরে আমরা, আমাদের বই **পরিবর্তনশীল ভারত**-এর ৬০০,০০০ অধিক কপি বিতরণ করেছি, বহুসংখ্যক, পারস্পরিক সক্রিয় সেমিনার সঞ্চালিত করেছি আর আমাদের ওয়েবসাইটের ওপর আমাদের সকল চিন্তাভাবনা ও কল্পনা উত্থাপন করেছি।

আমাদের প্রকাশনাগুলো পাওয়া যায় এইসব ১৩ ভাষাতে - ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠী, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, পাঞ্জাবী, উর্দু এবং মালায়ালাম। কেননা মাত্র ৭০% ভারতবাসী ইংরাজী বোঝেন।

i Watch নীতিসমূহ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যসমূহ

পথনির্দেশক নীতিসমূহ

১. ইতিবাচক মনোভাব
বিশ্বাস করা যে প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভার।

২. গবেষণা
বিস্তারিতভাবে প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া পথে না নামা।

৩. কার্য্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা
সবার কাছে পৌঁছতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সাধন ব্যবহার করা।

৪. জনসমাজের ক্ষমতাতে বিশ্বাসী
উপলব্ধি করা যে কেন্দ্রীয় মানে সকল পদক্ষেপ হচ্ছে একটা সমষ্টিমূলক নিশ্চিত উক্তি। একটা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি থেকে আসে একটা সমষ্টিমূলক শক্তি।

৫. গঠনমূলক অঙ্গীকার
ভাগীদারির উদ্দীপনায় যুক্ত হওয়া। বিকল্প স্বতন্ত্র ইউনিটসমূহ গড়ে তোলো বা নিয়মগুলো পরিবর্তন করো।

৬. পক্ষভুক্ত রহিত সংস্কৃতি
অরাজনৈতিক অনুমোদন

৭. রাজনীতির অনুকূলে সুগম
রাজনীতিবিদ্‌গণ আবর্ত বিচারের বলি, খলনায়ক নয়।

৮. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্যে শ্রদ্ধা
উপলব্ধি করা যে রাজনীতি হচ্ছে গণতন্ত্রের কাছে কেন্দ্রীয় এবং যথার্থ রাজনীতি হচ্ছে একটা আদর্শ প্রচেষ্টা।

৯. রাজনৈতিক বিকল্পসমূহ
গণতন্ত্রের কোনও বিকল্প হয় না – বিকল্প গণতন্ত্র হচ্ছে একটা উত্তম গণতন্ত্র।

১০. পেশাদারিত্ব
সর্বকালীন অঙ্গীকার এবং সক্ষমতার সর্বোচ্চ মাত্রাতে ব্যক্তিগত নানান ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রদান করা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মানবসম্পদের বিকাশ, পরিচালন এবং **অর্থনীতির** ক্ষেত্রগুলোতে কেন্দ্রীভূত করা সর্বদা অটল।

একে অপরের দরকারগুলোর ওপর **মানবসম্পদের বিকাশ-পরিচালন-নেতৃত্ব-অর্থনীতি এবং বাণিজ্য-পরিকাঠামোর** অন্তনির্ভরশীলতার গুরুত্বতা বুঝতে হবে। অনেক পন্থায় প্রত্যেকে একে অপরের ওপর নির্ভর করে। দেশের ক্ষতি এবং সক্ষমতা কম করা ছাড়া পৃথকভাবে ঐসবের প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব নয়।

উদ্দেশ্য

সেইসব ক্ষেত্রে ভারতের নাগরিকদের জন্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, যেগুলো জাতির ভবিষ্যতের জন্যে জরুরি, যেমন **ভালো পরিচালন এবং কার্য্যকরী প্রশাসন,** এটা কীভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে এটা সাফল্য লাভ করে?

প্রাসঙ্গিক **মানবসম্পদের বিকাশের** গুরুত্বতা। শিক্ষা ক্ষেত্রের বর্তমান 'লাইসেন্স রাজ' দূর করা।

নীতি পরিবর্তন করা দরকার, যেমন – বর্তমানে থাকা ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ, **SSI's**-এর সীমিত সংজ্ঞা বাতির করা এবং এটাকে মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারী শিল্পোদ্যোগ বা **MSME's**-তে প্রসারিত করা।

এশিয়ার অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলো অগ্রগণ্য তথা ম্যানেজারদের একটা কাজের সমতল ক্ষেত্র প্রদান করতে জরুরি প্রয়োজন হলো **প্রাসঙ্গিক শ্রম ও প্রশাসনিক** সংশোধন।

কেন **রপ্তানি ও পর্যটনকে** বর্তমান স্তরের ১০০০% অবশ্যই প্রসারিত করতে হবে!

একটা গণতন্ত্রে লোকজনকে জড়িত হতেই হবে। পরিবর্তন সম্ভব এবং অধিক যোগ্যতাপূর্ণ হবে যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা 'নিম্নমুখীর' বদলে 'ঊর্ধ্বমুখী' হয়। তাই আমাদের উপস্থাপনা তৈরী করা হয়েছে সাধারণ মানুষ বা 'ভারতের নাগরিকদের' জন্যে।

লক্ষ্য

ভারতকে একটা দেশ বানানো, যেটা যথার্থই বিশ্বমানের হবে। মোট ১২১০ মিলিয়ন লোকজনের **ভারতে আছে অত্যন্ত বিপুল চাহিদা, কিন্তু কোথায় ক্রয় ক্ষমতা?**
আমাদের অধিক রপ্তানি করতেই হবে ক্রয় ক্ষমতা গড়ে তুলতে!

ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণ, বাণিজ্য এবং পরিষেবাদিতে বিশ্বের জন্যে একটা সম্পদ ভিত্তিতে পরিণত হওয়ার মধ্যে অবস্থিত, **যেহেতু বিশ্ব বাণিজ্যের ৯৭.৪% এবং বিশ্বের ক্রয় ক্ষমতার ৯৭.৮% ভারতের মধ্যেই নেই।**

পাখীর চোখের দৃষ্টিতে দর্শায়:-

- অর্থনীতির অন্য সব ক্ষেত্রের জন্যে **তথ্য প্রযুক্তি, সফ্‌টওয়্যার** এবং **হিরে রপ্তানি** সফল উদাহরণসমূহ ছাপিয়ে যেতে চেষ্টা করা ভারতের দরকার।
- একটা উচ্চ পার্চেজিং পাওয়ার প্যারিটি (১৬ টাকার PPP = ১ মার্কিন ডলার) সহযোগে, মালপত্তর রপ্তানি ও পরিষেবাদির অপরিমেয় সুযোগ ভারতের আছে। ভারতের জন্যে এইসব লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে উত্তম পরিচালন এবং কার্য্যকরী প্রশাসন অত্যাবশ্যক।
- চীনেতে রাজনীতিবিদ্‌ এবং পদাধিকারীগণ **'অর্থনীতির কথা বলেন ও কথার সঙ্গে চলেন',** তাই তো অনাবাসিক চীনা এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ চীনেতে দৃঢ়বিশ্বাসী! সৌভাগ্যবশতঃ, ভারত সম্বন্ধে নৈতিক শিক্ষা এখন ইতিবাচক অঞ্চলে!

সাধারণ তথ্য

i Watch-এর **প্রতিষ্ঠাতাগণ**

অনুগ্রহ করে দেখুন www.wakeupcall.org

i Watch-এর **অবৈতনিক পরামর্শদাতাগণ**

অনুগ্রহ করে দেখুন www.wakeupcall.org

i Watch **কার্য্যকলাপের তহবিল গঠন করা।**

পরিকাঠামো, মূলধন ও রাজস্ব ব্যয়াদি খাতে তহবিল গঠন, প্রতিষ্ঠাতা কৃষাণ খান্না ও তাঁর পরিবার দ্বারা বরাদ্দ হয়েছে।

কিভাবে একজন সদস্য হবেন

এটা অত্যন্ত সরল ও সহজ, শুধু krishan@wakeupcall.org -তে ই-মেইলে আপনার ব্যাকগ্রাউণ্ড কি এবং কেন আপনি সদস্য হতে চান সেটা জানান।

শুধুমাত্র আপনার ভারতীয় নাগরিক, অনাবাসিক ভারতীয় বা বিদেশে থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়া দরকার।

অনুগ্রহ করে আমাদের এনজিও প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করুন এবং যতটা পারেন বাড়ান।

সহায়িকা এবং বিশদ বিবরণের জন্যে, অনুগ্রহ করে এই বইয়ে থাকা ছোট-ছোট লেখনীগুলো পড়ুন।

অন্যান্য এনজিও'র সঙ্গে নেটওয়ার্কিং

i Watch-এর সমরূপ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ভারতে কাজ করছে, এমন অন্যান্য এনজিও'র সঙ্গে আমরা নেটওয়ার্ক গঠন করা ছাড়া তাদের প্রচেষ্টাকে আরো প্রসারিত করতে চাই।

কপিরাইট এবং পুনঃউদ্ধৃত করা

এই বইতে সংগৃহীত সমস্ত পাঠ্যবিষয়, গ্র্যাফিক্স, লোগো, প্রতিরূপ, উপাত্ত *i Watch* এবং অন্যান্য তথ্য প্রদানকারীর সম্পত্তি। এই বই বা এর যেকোন অংশকে না পুনঃউদ্ধৃত, নকল, প্রকাশিত, প্রচারিত করতে পারা যাবে, না ব্যবহার করতে পারা যাবে। এই বইয়ের কোনও অংশ কোনও আকারে বা কোনও মাধ্যমে বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে *i Watch* -এর লিখিত অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া পুনঃউদ্ধৃত করতে পারা যাবে না।

ভারতে সজাগতার সৃষ্টি করায় আপনার সাহায্যকে আমরা স্বাগত জানাই।

- আপনার সময় এবং প্রচেষ্টা
- ভারতের ভেতরে-বাইরে নেটওয়ার্কিং

পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কর্মশালা

আমরা নিম্নলিখিত পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কর্মশালাগুলোর আয়োজন করি:-

১. ভারতের জন্যে প্রাসঙ্গিক **নির্মাণের** নীতি।

২. ভারতের জন্যে প্রাসঙ্গিক **শিক্ষা** নীতি।

৩. **বিশ্বায়ন** এবং ভারত কিভাবে +১০% প্রতি বছর হারে বৃদ্ধি করতে পারে।

৪. **উত্তম পরিচালন** এবং কিভাবে এটা নাগরিকদের উপকৃত করে।

৫. প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন **কর্মসংস্থান সৃষ্টি**

৬. কলেজের পড়াশুনার শেষে **কীভাবে অর্থ উপার্জ্জন করবেন ?**

৭. শিক্ষার মাধ্যমে **পরিবর্তনশীল ভারত**

প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময় প্রায় ৯০ থেকে ১২০ মিনিট। আমরা ১৮০ মিনিটের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক সেশন সুপারিশ করি।

যোগাযোগের বিবরণ

i Watch
২১১, অলিম্পাস
আল্টামাউন্ট রোড,
মুম্বই ৪০০ ০২৬, ভারত।
krishan@wakeupcall.org
www.wakeupcall.org
ফোন: +৯১ ২২ ২৩৫৩ ৫৪৬৬
সেল: +৯১ ৯৮২১১৪০৭৫৬

চ্যারিটি কমিশনারের কাছে রেজিষ্ট্রেশন

i Watch হচ্ছে একটা রেজিষ্টার্ড চ্যারিটি, যা চ্যারিটি কমিশনার, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ভারতের কাছে রেজিষ্টার্ড। ফাইল নং ৩১৩০, ১৮ই মে ২০০১ তারিখ। রেজিষ্ট্রেশন নং ই-২১৪৯৮, ২৯ জানুয়ারী, ২০০৪ তারিখ।

৮০জি ধারাধীনে আয়কর ছাড় পাওয়া যায় এবং বৈধ। এটা *i Watch*'য়ে করা সকল দান ৫০% কর ছাড়ের অনুমতি দেয়।

বিদেশী দানের জন্যে এফসিআরএ অনুমোদন নং ০৮৩৭২০১২২২, যা অর্থনীতি, শিক্ষামূলক এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলোর অধীনে প্রকল্পগুলোর জন্যে ১৩-০১-২০০৯ তারিখে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রকের পত্র অনুসারে অনুমোদন প্রাপ্ত করেছে।

সহায়িকা

তথ্য ও উপাত্তের জন্যে সূত্রসমূহ

- World Fact Book -CIA
- *World Development Indicators,* প্রকাশক World Bank www.worldbank.org
- UNIDO প্রকাশনা- www.unido.org
- OECD প্রকাশনা- www.oecd.org
- UNESCO প্রকাশনা- www.unesco.org
- UNDP প্রকাশনা - www.undp.org
- Centre for Civil Society, নতুন দিল্লী- www.ccsindia.org
- জনাগ্রহ ফাউণ্ডেশন, ব্যাঙ্গালোর - www.janaagraha.org
- Indian NGOs.com - www.indianngos.com
- কর্মযোগ ফাউণ্ডেশন www.karmayog.com
- DEIS, পুণে - www.deispune.org
- এড্যুকেশনাল প্রমোশন সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া - www.epsfi.org
- School Choice নতুন দিল্লী - www.schoolchoice.org
- *Statistical Outline of Indila* - ২০১২-২০১৩ প্রকাশক Tata Services Ltd.
- *Business Today,* তারিখ ২৮ এপ্রিল, ২০০২ ১৯৯৬ থেকে ২০১৪'র মধ্যে বিরাট সংখ্যক সংখ্যা
- *Business World* তারিখ ১০ জুন, ২০০২ ১৯৯৭ থেকে ২০১৪'র মধ্যে বিরাট সংখ্যক সংখ্যা
- *Business India* তারিখ ২২ জুলাই, ২০০২ ১৯৯৬ থেকে ২০১৪'র মধ্যে বিরাট সংখ্যক সংখ্যা
- *The Ecomomic Times, The Finanical Express, Business Standard & Business Line* চীন এবং ভারতের অর্থনীতি তথা উহার পরস্পর তুলনার ওপর নানান লেখনী
- *India Today* ১৯৯৬ থেকে ২০১৪'র মধ্যে বিরাট সংখ্যক সংখ্যা

চীন সম্বন্ধে পঠনীয় পরামর্শ

- ফরেণ ল্যাঙ্গুয়েজেস প্রেস, বেজিং দ্বারা মুদ্রিত চীন সম্বন্ধে বই। ওয়েবসাইট: www.flp.com.cn
- *দ্য চাইনীজ ইকনমি ইনটু দ্য টোয়েন্টিফার্ষ্ট সেঞ্চুরী – ফোরকাষ্টস অ্যাণ্ড পলিসি,* লেখক - লি জিংওয়েন
- *রিফর্মিং চায়না'জ ষ্টেট* - ওণ্ড *এন্টারপ্রাইসেস,*
  লেখক - গাও শাংক্যুয়ান এবং চি ফুলিন
- *চায়না'জ ইকনমিক রিফর্ম অ্যাট দ্য টার্ণ অফ দ্য সেঞ্চুরী,* লেখক - চি ফুলিন
- *ইনভেষ্টিং ইন চায়না: কোয়েশ্চেন্স অ্যাণ্ড অ্যানসার্স*
  লেখন - প্যান ঝিলং এবং প্যান চি
- *চায়না ডেইলী, বেজিং সংস্করণ সংবাদপত্র*

২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত **জাতীয় সমিতিগুলোতে** *কৃষাণ খান্না এবং i Watch*

১. **প্রধানমন্ত্রীর টাস্ক ফোর্স** - কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যে দক্ষতা গড়া, যোজনা আয়োগ, নতুন দিল্লী

২. **যোজনা আয়োগ,** নতুন দিল্লী - মাধ্যমিক শিক্ষা ও বৃত্তিগত শিক্ষার ওপর একাদশ যোজনা কার্য্য গোষ্ঠী

৩. **মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক,** নতুন দিল্লী - মাধ্যমিক শিক্ষা ও বৃত্তিগত শিক্ষার ওপর একাদশ যোজনা কার্য্য গোষ্ঠী

৪. **ইগনু,** মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক, নতুন দিল্লী - দূরবর্তী-স্থান থেকে শিক্ষার ওপর একাদশ যোজনা কার্য্য গোষ্ঠী

৫. **পিএইচডিসিসি অ্যাণ্ড আই,** নতুন দিল্লী - সহ অধ্যক্ষ - শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগ সহ-প্রচালনার ওপর সমিতি

৬. **সিআইআই,** নতুন দিল্লী - বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর টাস্ক কোর্সের চেয়ারম্যান এবং শিক্ষার ওপর জাতীয় সমিতির সদস্য

৭. **এফআইসিসিআই,** নতুন দিল্লী - শিক্ষার ওপর জাতীয় সমিতির সদস্য

৮. **অ্যাসোচেম,** নতুন দিল্লী - শিক্ষার ওপর বিশেষজ্ঞ সমিতির সহ-অধ্যক্ষ

৯. **ইপিএসআই,** এড্যুকেশনাল প্রোমোশন সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, নতুন দিল্লী - অধ্যক্ষ - বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমিতি

১০. শিল্পোদ্যোগ ও শ্রমের ওপর **সংসদীয় সমিতি,** নতুন দিল্লী - আমন্ত্রিত

১১. **রোটারী ইন্টারন্যাশনাল,** রোটারী ডিষ্ট্রিক্ট ৩১৪০, বোম্বে মিড টাউন, বোম্বে, ডাইরেক্টর - বৃত্তিগত পরিষেবাদি

১২. **এআইসিটিই,** কারিগরী শিক্ষার জন্যে অখিল ভারত পরিষদ, মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক, নতুন দিল্লী - বৃত্তিগত শিক্ষার ওপর পরিচালন পর্ষদের সদস্য

১৩. **টাইমস ফাউণ্ডেশন,** নতুন দিল্লী - অবৈতনিক উপদেষ্টা - বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১৪. **জাতীয় জ্ঞান আয়োগ,** এনকেসি, নতুন দিল্লী। ইনফর্ম্যাল এক্সচেঞ্জ অফ নোটস অ্যাণ্ড থট প্রসেস

১৫.**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক,** নতুন দিল্লী। ইনফর্ম্যাল এক্সচেঞ্জ অফ নোটস অ্যাণ্ড থট প্রসেস

১৬.**প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়,** নতুন দিল্লী। ইনফর্ম্যাল এক্সচেঞ্জ অফ নোটস অ্যাণ্ড থট প্রসেস

১৭. **ন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পিটিটিভনেস কাউন্সিল,** এনএমসিসি, নতুন দিল্লী। ইনফর্ম্যাল এক্সচেঞ্জ অফ নোটস অ্যাণ্ড থট প্রসেস

১৮.**ন্যাশনাল ইন্‌স্টিট্যুট্ ফর ওপেন স্কুলিং,** এনআইওএস, নতুন দিল্লী। ইনফর্ম্যাল এক্সচেঞ্জ অফ নোটস অ্যাণ্ড থট প্রসেস

১৯.**তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রক,** নতুন দিল্লী, মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক, ই-ইনফ্রাষ্ট্রাকচার অ্যাণ্ড ই-লার্ণিং - বিশেষজ্ঞ সমিতির সদস্য

২০. **উপদেষ্টামণ্ডলী - এড্যুকেশন ওয়ার্ল্ড,** দ্য হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ম্যাগজিন, ব্যাঙ্গালোর

এই বইয়ে ব্যবহৃত শব্দ-সংক্ষেপ

GOI	Government of India
MOF	Ministry of Finance
RBI	Reserve Bank of India
WB	World Bank
FDI	Foreign Direct Investment
SSI	Small Scale Industry
SME	Small Medium Enterprise
NGO	Non-Government Organization
NRI	Non Resident Indian
NRC	Non Resident Chinese
PIO	Person of Indian Origin
Rs.	Indian rupees
LACS	Indian measure of value, 1 lac = 1,00,000
GDP	Gross Domestic Product
MHRD	Ministry of Human Resource Development
H&TE	Higher & Technical Education
VET	Vocational Education & Training
ESD	Enterprise Skills Education
P&SE	Primary & secondary education
SEZ	Special Economic Zone
VRS	Voluntary retirement scheme
SQ	Spiritual Quotient
EQ	Emotional Quotient
IQ	Intelligence Quotient
PPP	Purchasing Power Parity
MP	Member of Parliament
MLA	Member Legislative Assembly
CRORES	Indian measure of value, 1 crore 1,00,00,000
CII	Confederation of Indian Industries
FICCI	Federation of Indian Chambers of Commerce
IMC	Indian Merchant's Chamber
BCC&I	Maharashtra Economic Development Corporation
ASSOCHAM	Associated Chambers of Commerce
PHDCC&I	PHD Chamber of Commerce & Industry

i Watch প্রকাশনাগুলো পাওয়া যায় ১৩ ভাষায়

''প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে **পরিবর্তনশীল ভারত**'' বইটা ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটি, বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলুগু, কন্নড় এবং মালায়ালাম ভাষায় পাওয়া যায়।

মাত্র ৭% ভারতীয় ইংরাজী বোঝেন এবং তাই ভারতের সকল প্রধান ভাষায় মনোভাব আদানপ্রদান করা আবশ্যক। সেইহেতু সকল ১৩ ভাষায় আমাদের প্রকাশনাগুলো পাওয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

ভারতে প্রতি কপি বাবদ টাঃ ২০০ প্রশাসন ও ডাক মাসুল লাগে। অন্যান্য দেশের জন্যে, বিশদ বিবরণ জানতে এই বইয়ের প্রচ্ছদের অন্তিম পৃষ্ঠা দেখুন। সকল পেমেন্ট *i Watch*-এর অনুকূলে চেক্ মারফৎ অগ্রিম দিতে হবে।

বইয়ের বিভিন্ন ভাষার সংস্করণের জন্যে, ভারতের মধ্যেই বিনামূল্যে ডেলিভারীর হেতু যেকোন ভারতীয় ভাষায় প্রতি মুদ্রণের ন্যূনতম ১০০০ কপি ছাপানো বাবদ টাঃ ২০০,০০০ দান দরকার, সমস্ত প্রশাসন ও অন্যান্য খরচ মেটাতে। অন্যান্য বিবরণ জানতে ৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

i Watch -এর অন্যান্য প্রকাশনা

i Watch দ্বারা নিম্নলিখিত আরো ন'টা মুখ্য প্রকাশনাও ১৩ ভাষায় প্রকাশিত করা হয়, যার মধ্যে উপরোক্ত ১২ ভারতীয় ভাষা আছে।

বিনামূল্যের নমুনা আমাদের www.wakeupcall.org ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।

এইসব ২পৃষ্ঠার প্রকাশনাগুলো হ'ল :

১. ভারতকে এক জ্ঞানমূলক অর্থনীতি বানানো ..... শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিকাশের ওপর
২. আপনার হয়ত অজানা ভারত ..... অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ওপর
৩. ভারতের জন্যে এক বিষয়ক ক্রিয়া পরিকল্পনা ..... উত্তম পরিচালনের জন্যে
৪. বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে বন্ধনমুক্ত ও শৃঙ্খলমুক্ত করা ..... উচ্চ এবং কারিগরী শিক্ষার ওপর
৫. *i Watch*... পরিবর্তনশীল ভারত ..... *i Watch* কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৬. শিক্ষার গুরুত্বতা ..... শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিকাশ
৭. শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তনশীল ভারত ..... উৎকর্ষতার জন্যে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ
৮. আত্মবিরোধী ভারত ..... শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কি করা দরকার
৯. প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ..... ব্যবসা ও ১০০ শিল্পোদ্যোগের কি করা দরকার

উপরোক্ত ন'টা নোটস্ দু' পৃষ্ঠার ৮.৫ x ১১ ইঞ্চি সাইজে, মোটা ১০০ জিএসএম আর্টপেপারের ওপর ৪ রঙে ছাপা। ভাষা পিছু প্রতি প্রকাশনার ন্যূনতম ৪,০০০ কপি ছাপানো হয়।

ভারতের মধ্যেই বিনামূল্যে ডেলিভারীর জন্যে প্রত্যেক ২ পৃষ্ঠার, সিঙ্গেল শীট্যুক্ত ৪০০০ কপি প্রক্রিয়াকরণ ও প্রশাসনিক খরচ বহনের হেতু টাঃ ১৫,০০০ দানের প্রয়োজন হবে, উপরোক্ত ন'টার যেকোনটা প্রকাশনা করতে।

৮০জি অনুসারে আয়করের সুবিধা ভাগ করতে চাওয়া ব্যক্তি এবং সংস্থা স্থানীয় চেক্ তথা মুম্বইয়ে প্রদেয় ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্ট *i Watch*-এর নামে, নিম্নের ঠিকানায় পাঠাবেন।

i Watch
২১১, অলিম্পাস
আল্টামাউন্ট রোড
মুম্বই ৪০০ ০২৬/ভারত।

For payment by NEFT/RTGS
i Watch, account No. 006610110001300
Bank of India, Altamont Road Branch, Mumbai-400 026.
IFSC Code: BKID0000066

প্রতি বছর ১০% থেকে ১৫% জিডিপি বৃদ্ধি হারের জন্যে ক্রিয়া পরিকল্পনা

	অর্থনীতির মধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্যে উত্থাপিত অগ্রাধিকার	**%**
১	পরিচালন ও প্রশাসন	১০%
২	প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ - প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা	১০%
৩	উৎপাদন - এসএসএমই'র গুরুত্বতা (এমএসএমই হলো জিডিপি'র ৮০% এবং এসএসআই হলো জিডিপি'র মাত্র ৫০%)	২০%
৪	বাণিজ্য-উদ্যোগ হিসাবে ভ্রমণ ও পর্যটন	১০%
৫	বাণিজ্য-উদ্যোগ হিসাবে স্বাস্থ্য-পরিচর্য্যা	১০%
৬	বাণিজ্য-উদ্যোগ হিসাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ- বৃত্তিগত উচ্চ/কারিগরী/মেডিক্যাল শিক্ষা	১০%
৭	বাণিজ্য-উদ্যোগ হিসাবে সফ্‌টওয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তি	১০%
৮	গ্রামীণ ভারতে কৃষিকার্য্য ও সম্বন্ধিত বাণিজ্য-উদ্যোগ	২০%
৯	২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ দফার রপ্তানি **সর্বাধিক! সর্বাধিক! সর্বাধিক!** করা	↑

ভারতের জিডিপি প্রায় ১,৮৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতের তথ্য-প্রযুক্তি এবং সফ্‌টওয়্যার ভারতের জিডিপি'র প্রায় ৫% হবে।

সুতরাং, তথ্য-প্রযুক্তি এবং সফ্‌টওয়্যার সবকিছু নয়!

বাদবাকী ৯৫% অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের গুরুত্বতা আমাদের বোঝা দরকার!

এখানে রইল বিশ্ব অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের কিছু উদাহরণ। মাত্র অন্য ছ'টা ক্ষেত্র **বিবেচিত** হয়েছে।

১. প্রতি বছরে বিশ্বব্যাপী **পাইকারি এবং খুচরো** ব্যবসা হয় ১৭,০০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আই.টি.'র ১৪ গুণ।

২. প্রতি বছরে বিশ্বব্যাপী **উৎপাদন** ব্যবসা হয় ১৫,০০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আই.টি.'র ১২ গুণ।

৩. প্রতি বছরে বিশ্বব্যাপী **ভ্রমণ ও পর্যটন** ব্যবসা হয় ১০,০০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আই.টি.'র ৬ গুণ।

৪. প্রতি বছরে বিশ্বব্যাপী **স্বাস্থ্য-পরিচর্য্যা** ব্যবসা হয় ৮,৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আই.টি.'র ৪ গুণ।

৫. প্রতি বছরে বিশ্বব্যাপী **শিক্ষা** ব্যবসা হয় ৯,০০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আই.টি.'র ৪ গুণ।

৬. প্রতি বছরে বিশ্বব্যাপী **নির্মাণ** ব্যবসা হয় ৮,০০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আই.টি.'র ৫ গুণ।

আই.টি. হচ্ছে বিশ্বের জিডিপি'র ২.০% থেকে ২.৫%। তাহলে ভারতে শুধুমাত্র আই.টি.'র প্রতি কেন এতো গুরুত্বতা?

এই কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা হাতছাড়া হচ্ছে। শুধু উৎপাদন থেকেই প্রায় ৭০% সরকারি রাজস্ব প্রাপ্ত হয়!

<১ বিলিয়ন = ১০০০ মিলিয়ন> <১ মিলিয়ন = ১০ লাখ> <১ কোটি = ১০০ লাখ = ১০ মিলিয়ন > <১ মার্কিন ডলার = টাঃ ৬০ (আনুমানিক)>

২০১৪-২০১৫ সালের জন্যে পরিকল্পিত *i Watch* প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প নং১

সচেতনতা সৃষ্টি করা

১২ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশনা

আমাদের ১০৪ পৃষ্ঠার এই বইয়ের ১,০০০ কপি প্রকাশিত করতে প্রত্যেক ভাষার জন্যে প্রায় টাঃ ২ লাখের প্রয়োজন (এতে সামিল আছে প্রত্যেক ভাষাতে অনুবাদ, আর্টওয়ার্ক, কাগজ এবং ছাপানোর খরচ। স্পনসরগণ নিজেদের সম্বন্ধে লিখতে ২ পৃষ্ঠা পাবেন)।

বইতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোর ওপর ৪৭ লেখনী আছে

১. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি**
২. **শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিকাশ**
৩. **অর্থনীতি ও বাণিজ্য-উদ্যোগ**
৪. **পরিচালন**

১ নং প্রকল্প কার্য্যবসিত করার **প্রভাব**

মাত্র ৬% থেকে ৭% ভারতীয় ইংরাজী বোঝেন।

ভারতের সমস্ত লোকজনের কাছে আমাদের পৌঁছতে হ'লে, প্রথমেই নীচের দিকের ৯৩% জনগণের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। শুধুমাত্র **'দুধের সরের' ওপরের ৭%-এর সঙ্গে** করলে লাভ হবে না।

তাইতো আমরা হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলুগু, মালায়ালাম, কন্নড়, গুজরাটি, মারাঠী, অসমীয়া, ওড়িয়া, বাংলা এবং পাঞ্জাবী - এই ১২টা ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা প্রকাশনাগুলো **সিভিল সমাজের ৯৩% আধিক্য জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের** জন্যে ব্যবহৃত করতে পারবো।

আমরা দেখেছি যে আমাদের দ্বারা প্রদান করা প্রতিটি বই ১০ জনের বেশী অন্য লোকজনের হাত থেকে হাতে যায় ও পড়েন। আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সহায়িকা নথি হিসাবে সদ্ব্যবহার করেন।

প্রকল্প নং ২

চিন্তাভাবনার পদ্ধতি বদলানো ও সমাধান প্রদান করা

আমাদের পরিকল্পনা হলো বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, পাবলিক লাইব্রেরী, স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রচারমাধ্যমে এবং ভারতব্যাপী ৩৭,০০০ কলেজ তথা ২২৫,০০০ উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে পৌঁছনো।

সহায়িকা সামগ্রী ও পথনির্দেশক হিসাবে আমাদের প্রকাশনাগুলো ব্যবহার করে, ভারতের স্কুল এবং কলেজগুলোর মধ্যেই পারিস্পরিক ক্রিয়াশীল কর্মশালা সঞ্চালন করা।

ভারতে আছে ১,৭০০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২২৫,০০০ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৭,০০০ কলেজ। শিক্ষকদের সঙ্গে-সঙ্গে এইসব জায়গায় যুব সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের পৌঁছনো দরকার। প্রতি স্কুল/কলেজের লাইব্রেরীতে ১০ থেকে ১০০টা বই দিতে চাই।

২নং প্রকল্প কার্য্যবসিত করার **প্রভাব**

১. **মানবসম্পদ বিকাশের** গুরুত্বতা, অর্থাৎ সবার জন্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা
২. কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যে **বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে** গুরুত্ব দেওয়া
৩. **উচ্চ, মেডিক্যাল এবং কারিগরী শিক্ষাকে** সম্পূর্ণ **প্রবিধান-মুক্ত** করা দরকার
৪. **এমএসএমই** বা মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারী শিল্পোদ্যোগে গুরুত্ব দেওয়া
৫. গুণমান, খরচ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে **রপ্তানির** গুরুত্বতা
৬. দুর্নীতি দূর করতে এবং ভারতের সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে **উত্তম পরিচালনের** গুরুত্বতা এবং প্রয়োজন

ভারতে প্রায় ৪১ মিলিয়ন কর্মহীন লোকজন আছেন, যাঁদের নাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে পঞ্জীকৃত। **তাঁদের অধিকাংশই অদক্ষ এবং তাই কর্মযোগ্যতাহীন! বর্তমানে কিণ্ডারগার্ডেন থেকে ১০ + ২ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলছুটের হার প্রায় ৮৮% থেকে ৯২%।**

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর এব্যাপার কোনও পরিকল্পনা নেই যে কিভাবে এই ৯০% কর্মহীন মানব মূলধনকে লাভদায়কভাবে কর্মভার দিয়ে তাঁদের জাতির নির্মাণ-কার্য্যে ব্যবহৃত করা যায়।

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে উচ্চ শতাংশ পাশ মার্কসের প্রয়োজনীয়তা থেকে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হতে চলেছে।

৫ম এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী তথা ১০, ১১ এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্রিয়ামূলক সাক্ষরতা থাকা বিশাল সংখ্যক যুবা মানব মূলধনকে অতি উত্তমরূপে লাভদায়ক দক্ষতাযুক্ত মানব শক্তিতে বদলাতে পারা যাবে। তার জন্যে ৫০০,০০০ বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠান দরকার। চীনে ৩০০০ বৃত্তিতে প্রতি বছর ৮০ মিলিয়ন লোকজন প্রশিক্ষিত হ'ন।

একজন ভারতীয়ের গড় বয়স **২৬** বছর। যদি এই বৃদ্ধি হওয়া জনসংখ্যার লাভ ভারতকে পেতে হয়, তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের যুব সম্প্রদায়কে ''দক্ষ'' বানাতে হবে।**

বেশীরভাগ দেশে প্রায় ১০% থেকে ৯৬% শ্রমশক্তি 'দক্ষতা প্রাপ্ত'। আর ভারতে এটা আনুমানিক অতিকষ্টে ২% থেকে ৫% পাওয়া যাবে কিছু উত্তম রাজ্যে। যদি ভারতকে বিশ্বময় দক্ষতাপূর্ণ বানাতে হয়, তাহলে **কর্মশক্তির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্যে উহার দক্ষতার গুণমান বাড়াতেই হবে।**

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলেও, আমাদের বর্তমান শ্রম উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। ভারতে কর্মশক্তির মজুরী ও বেতন, আমাদের প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় বহুগুণ বেড়ে চলেছে।

এটা একটা বিপজ্জনক প্রবণতা, যা ভারতকে বিনিয়োগের দৃষ্টিতে, সে দেশীয় হোক বা বিদেশী ব্যবসাতে, একটা নিকৃষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে।

ভারত কেবলমাত্র নিজের পিপিপি'র (ক্রয় শক্তি সমানতা) **সুবিধালাভ নিতে পারে,** যদি আমরা দেশী ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপকভাবে দক্ষ মানবশক্তি বিভিন্ন দক্ষতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পারি। সেইসব শিক্ষার্থী, যাঁরা ১০ + ২ পরীক্ষায় পাশ করেন, তাঁদের মধ্যে থেকে প্রায় ৯৮% হামেশা বি.এ. পড়ার জন্যে কলেজ বেছে নেন, ৭১% বিএসসি এবং ১৮% বি.কম. পড়েন।

আমাদের কাছে তথাকথিত **'শিক্ষিত কর্মহীন'** আছেন, যাঁদের সত্যিই **কর্মে নিযুক্ত** করা হয়নি!

আমাদের প্রকাশনাগুলো এমনভাবে বানানো হয়েছে, যাতে যুব সম্প্রদায়, সিভিল সমাজ এবং শিক্ষকদের সঙ্গে-সঙ্গে নিয়োগকর্তাদেরও চিন্তাধারা বদলে দেবে, যাঁরা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের বদলে কেবলমাত্র দক্ষতার প্রতি গুরুত্বতা বেশী দেন।

i Watch

২১১, অলিম্পাস, আল্টামাউন্ট রোড, মুম্বই ৪০০০২৬.
ফোন: +৯১ ২২ ২৩৫৩ ৫৪৬৬ **ফ্যাক্স:** +৯১ ২২ ২৩৫৩ ৬৭৮২
ই-মেইল: krishan@wakeupcall.org **ওয়েবসাইট:** www.wakeupcall.org

অন্তর্দেশীয় সূত্রগুলো থেকে দান গ্রহণীয় হয়। চেক্ অবশ্যই হতে হবে শুধুমাত্র ''i Watch'' নামে, এবং উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

Sundaram®
Education Revolution

Eclass™
Secret to success

ডিজিট্যাল স্কুল শিক্ষা ১০০ টাকায় শিক্ষার্থী পিছু প্রতি বছর বা ২ মার্কিন ডলার শিক্ষার্থী পিছু প্রতি বছর।

- *ই-ক্লাস* হচ্ছে পেন ড্রাইভে পাওয়া যাওয়া অধ্যায়-ভিত্তিক, অডিও-ভিজুয়াল, অ্যানিমেটেড পাঠ্য সামগ্রী, যেটা, ***ই-বক্স*** নামক একটা ছোট মাল্টি-মিডিয়া প্লেয়ারের মাধ্যমে টিভি'তে চালানো যায়।
- এটা মহারাষ্ট্র রাজ্য পর্ষদের ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী, মারাঠী এবং সেমি ইংলিশ মাধ্যমের সকল বিষয়ের জন্যে এক নতুন অনন্য শিক্ষা সামগ্রী।
- ***ই-ক্লাস*** সামগ্রীর প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে একজন বাস্তবিক শিক্ষক থাকেন, কার্য্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণীকক্ষে। যিনি অধ্যায়ের পর অধ্যায় রোমাঞ্চকভাবে পড়ান, যার থেকে পড়াশোনাটা ফিল্ম দেখার মতো সুখকর অভিজ্ঞতা দেয়। যেখানে প্রশ্নোত্তর পুনরাবৃত্তির জন্যে মাইণ্ড ম্যাপের মতো বৈশিষ্ট্যতাও আছে।
- ***ই-ক্লাস*** সহজেই পিসি, ল্যাপটপ, স্কুল সার্ভার ইত্যাদিতেও লোড করতে পারা যায়।
- ***ই-ক্লাস*** এক অনন্য পাঠ্য সামগ্রী, যা সকলের জন্যে উপযোগী। সে আপনি শিক্ষার্থী হোন, অভিভাবক, শিক্ষক হোন বা স্কুল, কোচিং ইন্স্টিট্যুট, কর্পোরেট, এনজিও হোক বা ভারতের গ্রামীণ বা আধা-শহুরে এলাকার শিক্ষিত যুবা হোন।

ই-ক্লাসের উপযোগিতা

- ***ই-ক্লাস*** শিক্ষার্থীদের জন্যে অত্যন্তই উপযোগী, কেননা তাঁরা বিষয়কে শুধুমাত্র পড়ে শোনানোর পরিবর্তে একটা অত্যন্ত আলাদা ও শেখার পদ্ধতি ভিত্তিক পন্থায় শিখে ক্ষমতা আয়ত্ব করতে পারেন।
- ***ই-ক্লাস*** শিক্ষক না পাওয়া যাওয়ার ক্রমবর্ধমান সমস্যা সমাধানেও সাহায্য করে। সেইসঙ্গে উপযোগী অ্যানিমেশনযুক্ত ভিজুয়াল প্রদান করার দ্বারা কঠিন বিষয়গুলো সহজে ব্যাখ্যা করতে শিক্ষকদের সাহায্য করে, ফলে শিক্ষার্থীগণ শেখার বিষয় সরলভাবে বুঝতে সক্ষম হ'ন।
- ***ই-ক্লাস*** শিক্ষাকে সরল, সহজ, উপভোগ্যময় এবং পূর্ণতঃ কঠিন চাপমুক্ত প্রক্রিয়া বানায়, যার থেকে শিক্ষার্থীদের সফলতার হারে বৃদ্ধি ঘটে আর মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে না দিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়তে উৎসাহ জোগায়।

ই-ক্লাসের দৃষ্টিভঙ্গী
সকলের জন্যে একসমান শিক্ষা

পরিবর্তনকে অগ্রগামী করতে, এখনই কল্ করুন: ০২২-৬১১৬৩০৩০
অথবা লগ অন করুন এখানে www.e-class.in, www.eclassonline.in

Sundaram
Education Revolution

Eclass™
Secret to success

টিভি

ই-ক্লাস পেন ড্রাইভ'কে ই-বক্সের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে, পাঠ্য সামগ্রী সরাসরি টিভি'তে দেখতে পারা যাবে।

কম্প্যুটার এবং ল্যাপ্‌টপ্‌

পাঠ্য সামগ্রী দেখার জন্যে *ই-ক্লাস পেন* ড্রাইভ সরাসরি কম্প্যুটারের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

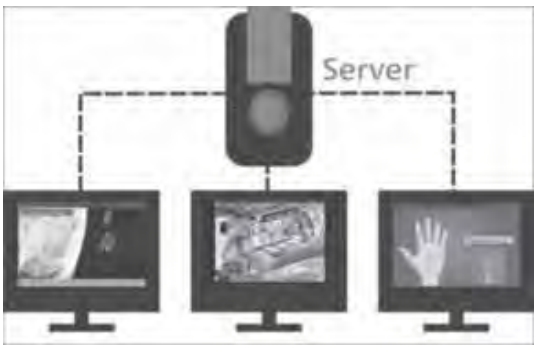

সার্ভার সিস্টেম

স্ক্রীন সিস্টেম বা ল্যান সিস্টেমের মাধ্যমে *ই-ক্লাস* ইনষ্টল করতে পারা যাবে। কম্প্যুটার ল্যাবেও *ই-ক্লাস* ব্যবহৃত হতে পারবে।

প্রোজেক্টর-স্ক্রীন

ই-বক্সের মাধ্যমে সরাসরি প্রোজেক্টরের ওপর *ই-ক্লাস* পাঠ্য সামগ্রী দেখতেও পারা যাবে।

অনলাইন লার্ণিং পোর্টাল: www.eclassonline.in

- আমাদের ওয়েবসাইটে লগ অন করুন এবং আপনার নিজস্ব সুবিধা ও সময় মতো অনলাইন শিখুন।
- আপনার প্রয়োজন অনুসারে আকর্ষক প্যাকেজসমূহ।
- রেজিস্ট্রেশনের ওপর সকল ষ্ট্যাণ্ডার্ডের জন্যে বিনামূল্যে ডেমো প্যাকেজ।
- শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুসহ সামাজিক নেটওয়ার্কিং।
- আপনার বন্ধুদের যুক্ত করুন, প্রোজেক্টস ভাগীদারী করুন, ট্যালেন্ট জোন, mcq, প্রবন্ধ এবং আরো অনেক কিছু।
- নোটস্‌ তথা মাইণ্ড ম্যাপ-সহ নেক্সট জেনারেশন ই-লার্ণিং পোর্টাল এবং আরো অনেক বৈশিষ্ট্যতা।
- ই-ক্লাস অনলাইন – অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে শক্তিশালী করা।

পরিবর্তনকে অগ্রগামী করতে, এখনই কল্‌ করুন: ০২২-৬১১৬৩০৩০
অথবা লগ অন করুন এখানে www.e-class.in, www.eclassonline.in

i Watch থেকে সিএসআর প্রকল্পসমূহ

১. প্রকল্প ১ এবং ২... যুবা ও কর্মহীনদের ক্ষেত্রে মানসিক-স্থিতির পরিবর্তন এবং নানা সমাধান প্রদান করা- সভ্য সমাজের কাছে আমাদের ১০৮ পৃষ্ঠার বই বিতরণ করা। প্রকল্প নং ১ এবং নং ২ কার্য্যবসিত করার প্রভাব

- ***মানবসম্পদ বিকাশের*** *গুরুত্বতা, অর্থাৎ সকলের জন্যে প্রাথমিক-পূর্বক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা*
- *কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্যে* ***বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের*** *গুরুত্বতা*
- *উচ্চ, মেডিক্যাল এবং কারিগরী শিক্ষার জন্যে* ***সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ*** *দরকার*
- ***MSME's*** *বা মাইক্রো ক্ষুদ্র মাঝারী বাণিজ্য-উদ্যোগের গুরুত্বতা*
- ***গুণমান, খরচ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবের রপ্তানির*** *গুরুত্বতা*
- *দূর্নীতি দূর এবং ভারতের সাধারণ নাগরিকদের জীবনের গুণমান উন্নত করতে* ***উত্তম পরিচালনের*** *গুরুত্বতা এবং প্রয়োজন*
- *বিশদ জানতে আমাদের বই -'পরিবর্তনশীল ভারত'- এর ৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন।*

২. কর্মহীনদের জন্যে **কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা**

পরিষেবা, উৎপাদন ও কৃষিকার্য্যের নানা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্যে আপনার ব্লক/জেলা/রাজ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে সাহায্য, সহায়তা করতে এবং সরাসরি গড়ে তুলতে পারে। জার্মানী এবং সুইস্ স্কিল গঠন করার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে-সঙ্গে স্থানীয় প্রশিক্ষণ কোম্পানীগুলোর সঙ্গে সংযুক্ততা আমাদের আছে। এইসব আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্যে পাওয়া যেতে পারে।

৩. ডিজিট্যাল স্কুল শিক্ষা ১০০ টাকায় শিক্ষার্থী পিছু প্রতি বছর বা **২ মার্কিন ডলার** শিক্ষার্থী পিছু প্রতি বছর।

ই-ক্লাস এড্যুকেশন সিষ্টেম লিঃ-এর **ই-ক্লাস** নামক কম খরচের হাই-টেক্ টেকনোলাজী আছে, যেক্ষেত্রে স্কুলগুলো **প্রতি বছর শিশু পিছু প্রায় টাঃ ১০০** খরচে আওতাভুক্ত হতে পারবে। **কোনও কম্প্যুটার বা ইন্টারনেটের দরকার নেই, শুধু টিভিই** যথেষ্ট। সমগ্র রাজ্য পর্ষদ পাঠক্রম - ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত আওতাভুক্ত হয়।

৪. ইন্টারনেট ভিত্তিক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা। পদার্থ-রসায়ন-গণিতে ৯, ১০, ১১ এবং ১২ শ্রেণীর জন্যে বিজ্ঞান শিক্ষা। মোট ১১টা ভারতীয় ভাষাতে ই-বিষয়বস্তু সহায়তা দেয় এবং যেকোন বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারবে।

ই-টিচার প্ল্যাটফর্ম **ডায়নামইণ্ড** ব্যবহার করে বিশ্বমানের মানদণ্ডের সঙ্গে সবথেকে কম খরচে ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রযুক্তি। বর্তমানে খরচ **প্রায় টাঃ ২ প্রতি ঘণ্টা** শিক্ষার্থী পিছু বা **প্রতিদিন** প্রায় **১ মার্কিন ডলার** প্রতি শিক্ষার্থী। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর, ওড়িশার জন্যে প্রচালনা করছে। অন্য সব গ্রাহকদের জন্যে ব্যবহৃত ও প্রতিপালিত হতে পারবে। এতে করা হয় অন-লাইন পারস্পরিক ক্রিয়াশীল কোচিং, অ্যাসেসমেন্ট, ফীডব্যাক, প্রশ্ন ও উত্তর এবং একের-সঙ্গে-এক বিজ্ঞ পরামর্শদান। ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম বুদ্ধিদীপ্ত এবং ক্লাউড কম্প্যুটিং।

৫. স্বতন্ত্র, স্কুল, কলেজ এবং MSME's -র জন্যে **বাণিজ্য-উদ্যোগ দক্ষতা বিকাশ, ইএসডি** বা ব্যবসা পরিচালনাকারীতে কোচিং আপনি স্ব-নিযুক্ত হোন বা অন্যের কাছে কাজ করা, এই কোয়ালিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **সমস্ত ভারতবাসীর প্রায় ৫৮% স্ব-নিযুক্ত।** যেকোন ব্যক্তি, স্কুল বা কলেজ বিনামূল্যে কোচিং পেতে পারেন http://www.enterprise-education.in দেখার দ্বারা বা অধিক জানতে আপনি www.deispune.org দেখতে পারেন।

৬. পয়ঃনিষ্কাশন এবং লোকসমাজ ভিত্তিক নিরাপদ পানীয়, রান্না, স্নান করা এবং সাঁতারকাটার জল প্রতি লিটার **১ পয়সা হারে** গ্রামীণ ও শহুরে ভারতের জন্যে। এছাড়া পয়ঃনিষ্কাশন ও সংক্রমণ-নাশকের জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

সবথেকে সস্তা সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় কাঁচামাল হিসাবে কেবলমাত্র সাধারণ লবণ এবং বিদ্যুতে। মাত্র ১০ কিলোওয়াটস বিদ্যুৎ এবং ৫ কিলো লবণের প্রয়োজন হয় ১ মিলিয়ন লিটার নিরাপদ জলের জন্যে। **সৌরশক্তির ইউনিটসমূহও পাওয়া যায়**, যেহেতু দেশের অনেক প্রান্তে ভরসাযোগ্য বিদ্যুৎ নেই। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ইতোমধ্যে ১১০০'র থেকে বেশী সংস্থাপন চলছে। **সমস্ত রোগের ৮০% জলবাহিত।** স্বাস্থ্যসম্মত করা লোকসমাজের জলের থেকে বোতলজাত জলের খরচ ২০০০ গুণ বেশী। **ভারতের ১০০০ মিলিয়ন লোকজন পান অনিরাপদ জল।**

৭. কেন RWH বা রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং করতেই হবে

ভারতে জলের বেশীরভাগটাই সরাসরি বা সরাসরিহীন বৃষ্টির জল। বর্ষাকালের বর্ষণ অত্যন্ত নির্ধারিত, প্রায় ১০০ দিন প্রতি বছর। জলের ৫০% বর্ষণ হয় ৩৫ দিনে এবং বাদবাকী ৬৫ দিনে। তাই রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং আবশ্যিক। এটা হচ্ছে একটা কম প্রযুক্তির সমাধান এবং ভারতের ৯,০০০ পৌরসভা তথা ৬৩০,০০০ গ্রামের সবগুলোতেই এটা অগ্যাস করা জরুরি। বর্তমানে আমরা আমাদের জমির নীচের জল-সম্পদ খালি করছি। **বৃষ্টিপাতের এই ১০০ দিন চলাকালীন RWH দ্বারা সেটা পুনরায় আমাদের ভরা দরকার।**

৮. বর্জ্য জল পুনরাবর্ত করার জন্যে জৈব-প্রযুক্তি

বর্জ্য জল পুনরাবর্ত করাটা একান্তভাবে বজায় রাখার যোগ্য হয়, যদি একটা বিকেন্দ্রীকরণ প্রণালীতে সামলানো যায়, যেহেতু উৎস এবং ব্যবহারকারী কার্য্য ও কারণের নিকটতম হবেন। পরিশোধনের জন্যে একটা দূরবর্তী ইউনিটে বর্জ্য জল পাইপলাইন, পাম্প, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা পরিবহণ করা এবং ব্যবহারকারীর কাছে ফিরিয়ে আনায় বিপুল ব্যয় অপরিহার্য্য। জল পুনরাবর্ত করার বর্তমান পন্থা প্রধান্যপূর্ণভাবে এইভাবে তৈরী হয়েছে এবং বোধগম্যভাবে অধিক সুফল উপস্থাপিত করে না। অধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে, প্রাথমিকরূপে জৈবিক বর্জ্যের অজৈবিক পরিশোধন হলো জৈবিক সমৃদ্ধিকে নর্দ্দমার মধ্যে ধ্বংস করা। **বর্জ্য পুনরার্বত করার জন্যে জৈব-প্রযুক্তির বিস্তার করা** এবং প্রকৃতির উৎসস্থলে ফিরিয়ে দেওয়াটা জরুরি। কেবলমাত্র তখনই জল সঙ্কটের অধ্যুষিত সমস্যার সমাধান বজায় রাখা সম্ভব হবে।

নিরাপদ পানীয়, রান্না, স্নান করা এবং সাঁতারকাটার জল ও পয়ঃনিষ্কাশন - লোকসমাজের জন্যে

ডি নোরা ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেশন ''সবুজ প্রযুক্তিসমূহ'' ব্যবহার করে প্রতি লিটার জলের প্রায় ০.১০ থেকে ১.০০ পয়সা প্রচালনা খরচ

১. নিরাময়ের থেকে প্রতিরোধ শ্রেয়।

২. ভারতে প্রায় ১,০০০ মিলিয়ন লোকজন অনিরাপদ পানীয় জল সেবন করেন।

৩. সকল রোগের ৮০% হলো জলবাহিত।

৪. ডি নোরা **''সবুজ প্রযুক্তি''** ব্যবহৃত হয় জল থেকে সেইসব ব্যাক্টেরিয়া এবং ভাইরাস দূর করতে, যা বিভিন্ন জলবাহিত রোগের জন্যে মুখ্য কারণ। প্রযুক্তিটা হলো **ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেশন**।

৫. সাধারণতঃ ''জলবাহিত '' রোগগুলো হলো কলেরা, টাইফয়েড, পেটখারাপ, দাস্ত, জণ্ডিস, হেপাটাইটিস, কৃমি ইত্যাদি।

৬. ডি নোরা **''সবুজ প্রযুক্তি''** ব্যবহার করে কেবলমাত্র বিদ্যুৎ এবং জোগান হিসাবে সাধারণ লবণ, যাতে আছে সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইট দ্রবণ উৎপাদন করার জন্যে, যাতে আছে মিলিয়ন পিছু ৮০০০ পার্টস বা পিপিএম পর্যন্ত ''সক্রিয়'' ক্লোরিন।

৭. সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইট দ্রবণে থাকা এই ''সক্রিয়'' ক্লোরিন জলের সংক্রামক-শক্তিনাশ করার সঙ্গে-সঙ্গে পয়ঃনিষ্কাশনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। পুস্তিকা দেখুন।

বহু বছর ধরে স্থানীয় জল পরিশোধন প্ল্যান্টগুলো তাদের প্রযুক্তিকে বিবর্ধন করা শুরু করেছে, যেহেতু জল দূষিতের কারণে কলেরা, টাইফয়েড এবং পেটখারাপ সমেত স্বাস্থ্যের নানা বিপদ অধিক অবগতে পরিণত হয়েছে। এইসব বিপদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে, জল পরিশোধন প্ল্যান্টগুলো ক্লোরিনেশন কার্য্যবসিত করতে শুরু করেছে। ক্লোরিনেশন প্রকৃতরূপে এইসব রোগের ছড়ানো ও প্রাথমিক সংক্রমণ - উভয় দূর করে এবং এটা এমন একটা পন্থায় করে যা লাইফ ম্যাগাজিন থেকে ''মিলেনিয়ামের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য অগ্রগতির'' শিরোপা অর্জন করেছে।

এই প্রক্রিয়ার বিবর্ধনে পরবর্তি পদক্ষেপ হলো **ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেশন**। **ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেশন** পানীয় জলকে ক্লোরিনেটস্ করে এবং এরূপ করে একটা পরিবেশ-বন্ধুত্বমূলক পন্থায়। এটা কোনও পদক্ষেপযোগ্য নেতিবাচক পন্থায় পরিবেশের ক্ষতি করে না। অন্যান্য ক্লোরিনেশন কৌশলের মতো নয়, **ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেশন** কোনও ঘন নোংরা তলানি বা উপ-উৎপাদসমূহ তৈরী করে না। এটা ক্লোরিনেটসের অপারেটরদের জন্যেও নিরাপদ, যেহেতু সেক্ষেত্রে ক্লোরিন গ্যাস নাড়াচাড়া করার কোনও ব্যাপার নেই, যা ব্যাপকভাবে বিষাক্ত এবং ক্ষয়কারক।

লোকসমাজের জন্যে নিরাপদ পানীয়, রান্না, স্নান করা এবং সাঁতারকাটার জলের সঙ্গে-সঙ্গে পয়ঃনিষ্কাশনের জন্যে পুস্তিকা সংলগ্ন আছে। **সীক্লোর ম্যাক এবং টাইটানার** হচ্ছে ডি নোরা স্পা, মিলান, ইতালি এবং ডি নোরা ইণ্ডিয়া লিঃ, গোয়া, ভারতের পঞ্জীকৃত ট্রেডমার্কসমূহ।

আগ্রহী হলে কৃষাণ খান্না'র সঙ্গে এখানে krishan@vsnl.com বা +৯১৯৮২১১৪০৭৫৬ নম্বরে যোগাযোগ করুন

কৃষাণ খান্না
i Watch-এর প্রতিষ্ঠাতা
এবং ট্রাষ্টী

প্রসঙ্গ : লেখক

i Watch-এর প্রতিষ্ঠাতা ট্রাষ্টী কৃষাণ খান্না হলেন মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আইআইটি খড়গপুরের স্নাতক।

তিনি ১৯৯৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ন্যাশনাল সিটিজেন'স অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হ'ন। তিনি ২০০৭ সালে ফ্রেণ্ডস অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিক্যান কম্যুনিটি, এফওএসএএসি, লস এঞ্জেলস, ইউএসএ কর্তৃক অসাধারণ সক্রিয় নেতৃত্বের জন্যে রাজীর গান্ধী পুরস্কারে সম্মানিত হ'ন। এরপর ২০১১ সালে তিনি তাজমহল হোটেল, মুম্বই, ভারতে অনুষ্ঠিত এক সিএসআর অনুষ্ঠানে নোবেল পুরস্কার বিজেতা অধ্যাপক মহম্মদ ইউনুস দ্বারা সম্মানিত হ'ন এবং ''সোশ্যাল পাইওনিয়ার অ্যাওয়ার্ডে'' পুরস্কৃত হ'ন। শিক্ষাক্ষেত্রের এক অগ্রণী মাসিক পত্রিকা - এডুকেশন ওয়ার্ল্ডের জুন ২০১২ সংস্করণ, ভারতীয় শিক্ষা জগতে পরিবর্তন আনা **৫০ লিডার্সের** মধ্যে তাঁকে অন্যতম চিহ্নিত করেছে।

একজন টেকনোক্র্যাট হিসাবে কৃষাণ খান্না তাঁর ৪৮ বছরের কর্মজীবনের প্রায় ৬ বছর জার্মানী এবং জাপানে কাটান। তিনি বাণিজ্য, পরিচালন-ব্যবস্থা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করেছেন।

তিনি পাঁচ মহাদেশে ব্যাপকভাবে সফর করেছেন এবং ইউএসএ, কানাডা, ব্রাজিল, ইউকে, সুইডেন, জার্মানী, ইতালী, ইরান, চীন, কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া তথা ভারতের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে পনেরোটা যৌথ উদ্যোগ আর বাণিজ্যিক ভাগীদারিতে জড়িত থেকেছেন।

১৯৯২ সালে তিনি কর্পোরেট জগৎ, পেশাদারী, এবং বাণিজ্যিক কেরিয়ার ত্যাগ করেন আর **পরিবর্তনশীল ভারত** তথা দেশ গঠনের পরিষেবার উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেন।

এই লক্ষ্য সফলকাম করার উদ্দেশ্যে তিনি *i Watch* নামক একটা অলাভদায়ক ফাউণ্ডেশন স্থাপন করেন। যার কাজকর্ম ১৯৯২-১৯৯৩ সালে ভারতের মুম্বইয়ে অবস্থিত তাঁর প্রাইভেট অফিসে শুরু হয়। *i Watch*-এর মুখ্য কেন্দ্রীভূতি হলো **পরিচালন** এবং **শিক্ষা** আর **অর্থনীতি** ও **কর্মসংস্থানের** ওপর এটার কেমন প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।

এই কাজের প্রচেষ্টা হলো ভারতের নাগরিকদের সমক্ষে দেশের বর্তমান অবস্থাদি ও তথ্যাদি উপস্থাপনা ক'রে, তাঁদের সামনে কিছু প্রয়োগ করা পরখ তথা সহজ সমাধান নিবেদন করা, যাতে বিশ্বের মধ্যে আমাদের দেশকে তার সঠিক স্থানে স্থাপন করা যায়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূতি হলো ভারতের সুপ্ত ক্ষমতাকে তুলে ধরা, যেটা তখনই সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হবে যখন দেশের লোকজনের মানব মূলধন পূর্ণতঃ শক্তিসম্পন্ন হবে।

অমৃত পি. শাহ
সিএমডি,
সুন্দরম মাল্টি পেপ্ লিঃ

আমাদের দৃষ্টিকোণ

সুন্দরম মাল্টি পেপ্ লিঃ হলো শিক্ষার্থীগণ এবং সিভিল সমাজের মধ্যে এক জনপ্রিয় পেপার ষ্টেশানরী ব্র্যাণ্ড। এই সংস্থার প্রমোটার তথা চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী অমৃত শাহ বিশ্বাস করেন যে 'শিক্ষা হচ্ছে একটা জাতির শক্তির ক্ষেত্রে পূর্বেই অবশ্যপূরণীয়' এবং সুন্দরম সকল আকারে সর্বদা শিক্ষাকে সহায়তা প্রদান করেন। তিনি সিভিল সমাজ, যুব সম্প্রদায় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতনতা প্রচারিত করে চলেছেন।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে *i Watch*-এর উপস্থিতি

ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের বার্তা

ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible] Karmayog.com
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]